CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-317 ■ 17 August, 2026 ■ আগরতলা ১৭ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

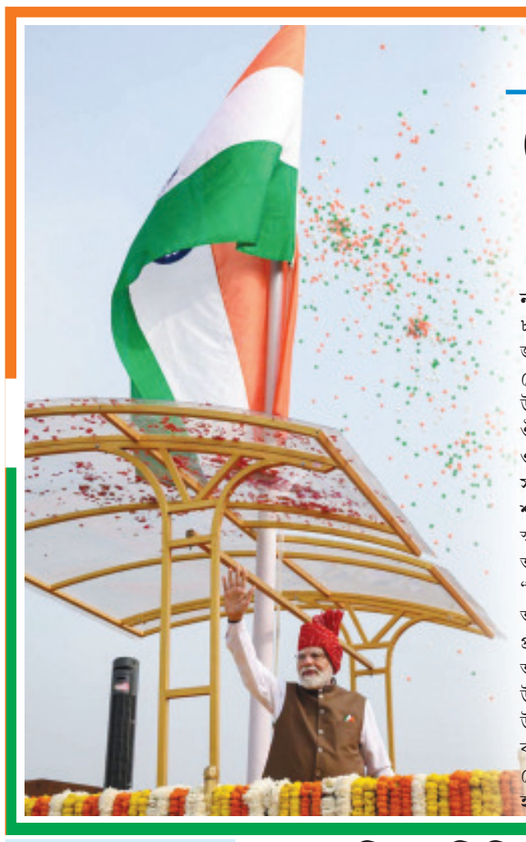

স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায়

দেশ উন্নতির নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ আগস্ট (আইএএনএস)।। ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, "১৪০ কোটি ভারতবাসীর শক্তিতে" দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। একই সঙ্গে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে আত্মত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দেওয়া অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

শনিবার 'এক্স'-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহস, আত্মত্যাগ ও অটুট অঙ্গীকারের জন্য দেশ কৃতজ্ঞ। তাঁদের স্বপ্নই 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে দেশের এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "১৪০ কোটি ভারতবাসীর শক্তিতে আমাদের দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে।" আগামী দিনগুলিতে দেশের উন্নয়নের এই যাত্রা আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

দেশজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন পালিত হচ্ছে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেখানে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন।

এবারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অন্যতম প্রধান বিষয় হল জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তুলতে 'যুব শক্তি'র ভূমিকা। প্রথমবারের মতো লালকেল্লার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম' সমবেতভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। এতে এনসিসি ক্যাডেট এবং 'মাই ভারত'-এর স্বেচ্ছাসেবীরা অংশ নিচ্ছেন।

লালকেল্লা থেকে এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদির টানা ১৩তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ। এর ফলে ঐতিহাসিক লালকেল্লা থেকে টানা স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অ-কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে নতুন রেকর্ড গড়লেন তিনি।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ২১ বার তোপধ্বনি এবং হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি-সহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবসে আসাম রাইফেলস ময়দানে

আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যৌথ সংগ্রাম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট ।। জনকল্যাণমুখী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্য সরকার জনগণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি সহ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কাজ করছে। এই অগ্রগতি সুস্থায়ী ও সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে। সুশাসন, স্বচ্ছ ও দক্ষ প্রশাসনের জন্য গত আট বছরে ৩৬০-এর বেশি জাতীয় ও আঞ্চলিক পুরস্কার অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ১৫ আগস্ট শনিবার আসাম রাইফেলস ময়দানে আয়োজিত দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা দিবস আমাদের যৌথ সংগ্রাম, জাতীয় ঐক্য এবং বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার এক ও অভিন্ন স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বিগত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমাদের দেশ "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস"- এই মূলমন্ত্রকে পাথেয় করে এক নতুন "অ্যাসপিরেশনাল ইন্ডিয়া" হিসেবে গড়ে উঠেছে। দরিদ্র, কৃষক, মহিলা ও যুবসমাজের কল্যাণ ও সশক্তিকরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এই অগ্রযাত্রায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যও উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরার প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুযোগ সৃষ্টি এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মাত্র ৬ বছরের মধ্যে আমরা রাজ্যের জিডিপি দ্বিগুণ করতে সক্ষম হয়েছি। একইসঙ্গে, বর্তমানে ত্রিপুরার মাথাপিছু গড় আয় দেশের মাথাপিছু আয়ের সমপর্যায়ে পৌঁছেছে। ত্রিপুরাই দেশের একমাত্র রাজ্য, যেখানে রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সফলভাবে ই-অফিস ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। গত দুই বছর ধরে কমপ্লায়েন্স রিডাকশন অ্যান্ড ডি-রেগুলেশন এক্সারসাইজে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে আসছে। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ত্রিপুরাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইজ অব ডুয়িং বিজনেস-এর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগের ইতিবাচক ফলস্বরূপ ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬-এ দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীরা ত্রিপুরায় বিনিয়োগের বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই বিজনেস কনক্লেভে রাজ্য সরকার মোট ৪৬৮টি মউ স্বাক্ষর করেছে, যার সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকা। রাজ্যের সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেই এই মউগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সিপাহীজলা জিলা পরিষদকে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেলা পঞ্চায়েত হিসেবে "নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সততবিকাশ পুরস্কার"-এ ভূষিত করা হয়েছে। একইভাবে, ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর পঞ্চায়েত হিসেবে "দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সততবিকাশ পুরস্কার"-এ ভূষিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ৯৫ শতাংশেরও বেশি সাক্ষরতার হার নিয়ে দেশের তৃতীয় "সম্পূর্ণ সাক্ষর" রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ত্রিপুরার গর্ব আমাদের রাজ্যের কন্যা অস্মিতা দে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প

মাত্রা ৭.৭

ইন্দোনেশিয়া, ১৬ আগষ্ট ।। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব নুসা তেঙ্গারা প্রদেশে আজ ১৪ দিনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল সকালে ফ্লোরেস উপকূলের কাছে একটি শক্তিশালী ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার পর এই ঘোষণা দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে দুর্যোগ মোকাবিলা, লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া, ত্রাণ বিতরণ এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সহজতর করা।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্প এবং এর ৩৪১টি আফটারশকে ৫১ জন নিহত এবং আরও ১১৩ জন আহত হয়েছেন। এই অঞ্চলের শত শত ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পুরস্কৃত পুলিশ আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট ।। ত্রিপুরা পুলিশে কর্মজীবনে নিষ্ঠা, সততা, পারদর্শিতা ও উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ২০২৫ সালে যাদের বিভিন্ন পদকে ভূষিত করেছেন আজ আসাম রাইফেলস ময়দানে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাদের হাতে শংসাপত্র ও পদক তুলে দেন। বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ সেবার জন্য রাষ্ট্রপতি পদক পেয়েছেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহানির্দেশক জি. এস. রাও। মুখ্যমন্ত্রী ভারপ্রাপ্ত ডিজিপিকে শংসাপত্র ও পদক তুলে দেন।

কৃতিত্বপূর্ণ সেবার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, পুলিশ সুপার মানিকলাল দাস, ডেপুটি পুলিশ সুপার অজয় দেববর্মা, এসডিপিও পান্নালাল সেন, ডেপুটি পুলিশ সুপার শ্যামল দেববর্মা এবং টিএসআর অষ্টম ব্যাটেলিয়নের সুবেদার নিরঞ্জন দেববর্মা। মুখ্যমন্ত্রী তাদের শংসাপত্র ও পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। মেরিটোরিয়াস সার্ভিসের জন্য রাষ্ট্রপতি পদক পেয়েছেন ডিআইজিপি (নর্দান রেঞ্জ) রতিরঞ্জন দেবনাথ, টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়নের সুবেদার পশুরাম দেববর্মা, টিএসআর পঞ্চম ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার দিলীপ কুমার সিংহ, স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনস্টেবল ধ্রুব কাপালি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা চিকিৎসকের বাড়িতে হামলা হত্যার হুমকি, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট ।। সীমানা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে বাড়িতে হামলা, মারধর, ভাঙচুর এবং পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সাব্রুমের মনু থানার কলাছড়ি এলাকায়।পরিবারকে বাঁচাতে রাতেই কলকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি মহিলা চিকিৎসকের। এদিকে এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে গেছে ইতিমধ্যেই। তিনি গোটা বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিযোগ, স্বাধীনতা দিবসের রাতে মৃণাল সেনের বাড়িতে মদ্যপ অবস্থায় চড়াও হন প্রতিবেশী বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও তার ভাই অপু দেবনাথ। প্রথমে বাড়ির গেট ও অন্যান্য অংশে ভাঙচুর চালানোর পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শারীরিকভাবে দুর্ব্যবহার ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে পরিবারের সদস্যদের খুন করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি আক্রান্ত পরিবারের।

ঘটনার সময় মৃণাল সেনের মেয়ে চিকিৎসক পারমিতা সেন কলকাতায় ছিলেন চাকরিসূত্রে। পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে রাতেই সামাজিক মাধ্যমে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানান তিনি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় তাঁদের বাড়িতে বর্তমানে তাঁর বাবা-মা ও ভাই রয়েছেন। পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ড. পারমিতা সেনের মা গীতা সেনও সামাজিক মাধ্যমে এসে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বজিৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা ও হামলার অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট ।। স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও রক্তদান শিবির আয়োজনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে আগরতলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করল ডিওয়াইএফআই। রবিবার বামপন্থী চারটি ছাত্র-যুব সংগঠনের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিধায়ক নয়ন সরকার, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ মিছিল থেকে অভিযোগ করা হয়, যারা প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের কথা বলে, তারাই স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং রক্তদান কর্মসূচিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, স্বাধীনতা দিবসে বীর সেনানীদের স্মরণে আয়োজিত কর্মসূচি বানচাল করার জন্য একটি মহল এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছিল।

সংগঠনের দাবি, গত ১৫ আগস্ট ডুকলি এলাকার স্থানীয় যুবকরা ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেবের বাড়িতে রক্তদান শিবির ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের উদ্যোগ নেন। অভিযোগ, ওই কর্মসূচি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। এমনকি নবারুণ দেবের বাড়িতে প্রবেশ করে কয়েকজন দুষ্কৃতী হুমকি দিয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন বামপন্থী চারটি ছাত্র-যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিল থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানিক সরকারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট ।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিম আগরতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করল বিজেপি। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ত্রিপুরার শান্তি পূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির।

বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, সম্প্রতি মানিক সরকারের বিভিন্ন বক্তব্য সম্পর্কে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পেরেছেন। ওই বক্তব্যের কিছু অংশ ত্রিপুরার শান্তি পূর্ণ পরিবেশের জন্য উদ্বেগজনক বলে দাবি করেন বিজেপি নেতৃত্ব। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ আগষ্ট ।। বাইখোড়ার আনন্দ বৈদ্যপাড়া এলাকায় সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ছাত্রীর নাম সংগীতা মুহুরী (১৩)। সে আনন্দ বৈদ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা ভানু মুহুরীর মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে থাকা অবস্থায় সংগীতাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে রাজ্যের ৫৭টি ইস্যু তুলে ধরেছেন বিপ্লব

উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট ।। ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক বিষয় সংসদে তুলে ধরার পাশাপাশি রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামো, পর্যটন এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিতভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলে জানালেন ত্রিপুরার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সংসদ অধিবেশন শেষ হওয়ার পর রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অধিবেশন চলাকালীন নিজের উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রত্যেক সংসদ অধিবেশন শেষে তিনি ত্রিপুরার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। একজন সাংসদ হিসেবে সংসদে রাজ্যের মানুষের জন্য কী কী বিষয় তুলে ধরেছেন, সেই সম্পর্কে রাজ্যের জনগণ, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মহলকে অবহিত করা তাঁর দায়িত্ব। তিনি জানান, এবারের অধিবেশনে ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি মোট ৫৭টি তারকাচিহ্নিত ও অ-তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন জমা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৫টি প্রশ্ন গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে ১৪টি অ-তারকাচিহ্নিত এবং একটি তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন রয়েছে।

সংসদে তিনি রাজ্যের মূলধনী বিনিয়োগে বিশেষ সহায়তা, কয়লার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমানো, আন্তর্জাতিক মান, সার বণ্টন, ত্রিপুরায় শিক্ষা ব্যবস্থা, খনিজ অনুসন্ধান, নতুন রেল প্রকল্প, প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্প্রসারণ, বন্ধ সার কারখানা পুনরায় চালু করা, মৎস্য সংক্রান্ত প্রকল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন-বহির্ভূত পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং ত্রিপুরার চলমান জাতীয় সড়ক প্রকল্পের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন বলে জানান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 17-08-2026, 01:20

জাগরণ আগরতলা, ১৭ আগস্ট ২০২৬ ইং
৩১ শ্রাবণ, সোমবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জৈব কৃষি উদীয়মান প্রবণতা

জৈব কৃষি ভারতের কৃষি খাতে একটি উদীয়মান প্রবণতা হইয়া উঠিয়াছে, যাহা পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতির প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে প্রতিফলিত করে। জৈব সার্টিফিকেশন এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা জৈব পণ্যের গুণমান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে।ভারতে জৈব সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া, এর সুবিধা এবং জৈব বাজারের ক্রমবর্ধমান মূল্য কৃষক, ভোক্তা এবং অর্থনীতির জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করিয়াছে। ভারত সরকার এই খাতকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়াছে, যাহা জৈব কৃষিকে গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করিয়াছে।ভারতে জৈব সার্টিফিকেশন একটি কঠোর এবং নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া, যাহা কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিইডিএ) এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। জৈব সার্টিফিকেশনের জন্য ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অর্গানিক প্রোডাকশন (এনপিওপি) এবং পার্টিসিপেটরি গ্যারান্টি সিস্টেম (পিজিএস-ইন্ডিয়া) নামে দুটি প্রধান প্রক্রিয়া রহিয়াছে।

এনপিওপি প্রধানত রপ্তানি-ভিত্তিক জৈব পণ্যের জন্য, এবং পিজিএস দেশীয় বাজারের জন্য কৃষকদের জৈব পণ্য সার্টিফিকেশনের সুবিধা দেয়।জৈব সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার ধাপগুলি হইল ,

কৃষক বা উৎপাদককে এপিইডিএ-অনুমোদিত সার্টিফিকেশন সংস্থার কাছে আবেদন করিতে হয়। এর জন্য জমির বিবরণ, ফসলের ধরন এবং কৃষি পদ্ধতির তথ্য প্রদান করিতে হয়।

সার্টিফিকেশন সংস্থা খামারে পরিদর্শন করিয়া এবং মাটি, জল, ফসল এবং কৃষি পদ্ধতি পরীক্ষা করে। এই পরিদর্শনে রাসায়নিক কীটনাশক বা সারের ব্যবহার নিষিদ্ধ কিনা তা যাচাই করা হয়।

জৈব কৃষিতে রূপান্তরের জন্য সাধারণত ২-৩ বছর সময় লাগে, যেখানে কৃষককে রাসায়নিক ইনপুট ব্যবহার বন্ধ করিতে হয়। এই সময়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।পরিদর্শন এবং পরীক্ষার পর সার্টিফিকেশন সংস্থা জৈব সার্টিফিকেট প্রদান করে, যাহা পণ্যের প্যাকেজিংয়ে 'ইন্ডিয়া অর্গানিক' লোগো ব্যবহারের অনুমতি দেয়। সার্টিফিকেশন বজায় রাখিতে প্রতি বছর পরিদর্শন এবং নথিপত্র নবায়ন করিতে হয়।পিজিএস-ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে, কৃষকদের ছোট দলগুলি নিজেদের মধ্যে পরিদর্শন করে এবং জৈব কৃষি মানদণ্ড মানিয়া চলিতে নিশ্চয়তা দেয়, যাহা ছোট কৃষকদের জন্য ব্যয়বহুল সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার একটি সাশ্রয়ী বিকল্প।

ভারতে জৈব সার্টিফিকেশন একটি কঠোর এবং নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া, যাহা কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিইডিএ) এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। জৈব সার্টিফিকেশনের জন্য ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অর্গানিক প্রোডাকশন (এনপিওপি) এবং পার্টিসিপেটরি গ্যারান্টি সিস্টেম (পিজিএস-ইন্ডিয়া) নামে দুটি প্রধান প্রক্রিয়া রহিয়েছে।

এনপিওপি প্রধানত রপ্তানি-ভিত্তিক জৈব পণ্যের জন্য, এবং পিজিএস দেশীয় বাজারের জন্য কৃষকদের জৈব পণ্য সার্টিফিকেশনের সুবিধা দেয়।জৈব সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার ধাপগুলি হইল।

কৃষক বা উৎপাদককে এপিইডিএ-অনুমোদিত সার্টিফিকেশন সংস্থার কাছে আবেদন করতে হয়। এর জন্য জমির বিবরণ, ফসলের ধরন এবং কৃষি পদ্ধতির তথ্য প্রদান করিতে হয়।

সার্টিফিকেশন সংস্থা খামারে পরিদর্শন করে এবং মাটি, জল, ফসল এবং কৃষি পদ্ধতি পরীক্ষা করে। এই পরিদর্শনে রাসায়নিক কীটনাশক বা সারের ব্যবহার নিষিদ্ধ কিনা তা যাচাই করা হয়।

জৈব কৃষিতে রূপান্তরের জন্য সাধারণত ২-৩ বছর সময় লাগে, যেখানে কৃষককে রাসায়নিক ইনপুট ব্যবহার বন্ধ করতে হয়। এই সময়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পরিদর্শন এবং পরীক্ষার পর সার্টিফিকেশন সংস্থা জৈব সার্টিফিকেট প্রদান করে, যা পণ্যের প্যাকেজিংয়ে 'ইন্ডিয়া অর্গানিক' লোগো ব্যবহারের অনুমতি দেয়।সার্টিফিকেশন বজায় রাখতে প্রতি বছর পরিদর্শন এবং নথিপত্র নবায়ন করতে হয়।পিজিএস-ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে, কৃষকদের ছোট দলগুলি নিজেদের মধ্যে পরিদর্শন করে এবং জৈব কৃষি মানদণ্ড মেনে চলার নিশ্চয়তা দেয়, যা ছোট কৃষকদের জন্য ব্যয়বহুল সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার একটি সাশ্রয়ী বিকল্প।জৈব সার্টিফিকেশন কৃষক এবং ভোক্তা উভয়ের জন্য একাধিক সুবিধা প্রদান করে। প্রথমত, এটি জৈব পণ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে, যাহা ভোক্তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে। কৃষকদের জন্য, সার্টিফাইড জৈব পণ্য উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়, যা তাহাদের আয় বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, জৈব ধান বা সবজির দাম প্রচলিত পণ্যের তুলনায় ২০-৫০ু বেশি হইতে পারে।এছাড়া, জৈব কৃষি মাটির উর্বরতা বজায় রাখে, জলের ব্যবহার কমায় এবং পরিবেশের উপর কম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ভোক্তারা রাসায়নিকমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে স্বাস্থ্য সুবিধা পান। রপ্তানি বাজারে জৈব সার্টিফিকেশন ভারতীয় কৃষকদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগ দেয়।

সিকিম ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ জৈব রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাইয়াছে, এবং মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, এবং উত্তরাখণ্ড জৈব কৃষিতে নেতৃত্ব।

দার্জিলিংয়ের জৈব চা এবং বর্ধমানের জৈব ধান আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ স্থান পাইয়াছে। রাজ্য সরকার জৈব কৃষি প্রচারে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করিয়াছে, যেমন কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং ভর্তুকি প্রদান। ভারত সরকার জৈব কৃষি ও সার্টিফিকেশন প্রচারে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়াছে।

সরকারের পদক্ষেপ এবং জৈব বাজারের দ্রুত বৃদ্ধি কৃষকদের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করিয়াছে।

জৈব কৃষি বর্তমান বিশ্বে এবং ভারতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উদীয়মান প্রবণতা। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচিতে এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য এই কৃষিপদ্ধতি দ্রুত জনপ্রিয় হইতেছে। রাসায়নিক মুক্ত চাষ মাটির উর্বরতা ও অণুজীবের কার্যকারিতা বজায় রাখে।ক্ষতিকারক রাসায়নিক না থাকায় ভূগর্ভস্থ পানি ও আশেপাশের পরিবেশ দূষিত হয় না। প্রাকৃতিকভাবে চাষ করিবার ফলে উপকারী কীটপতঙ্গ ও পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল ক্ষতিকর রাসায়নিক মুক্ত এবং তুলনামূলক বেশি পুষ্টিকর।কেমিক্যালমুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে মানুষের ক্যানসার, লিভার বা কিডনির জটিল রোগের ঝুঁকি কমে। সাধারণ ফসলের চেয়ে জৈব ফসলের বাজারমূল্য এবং চাহিদা অনেক বেশি।আন্তর্জাতিক বাজারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির জৈব পণ্যের বিশাল চাহিদা রহিয়াছে, যাহা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক। জৈব চাষপদ্ধতি মাটিতে কার্বন ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করে, যাহা বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।রাসায়নিক সার কিনিতে হয় না বলিয়া কৃষকের উৎপাদন খরচ পর্যায়ক্রমে কমিয়ি আসে।

পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন শান্তিনাথ শিব মন্দির

শ্রাবণ আর চৈত্র মাস শিব ভক্তদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইসময় দূর দূরান্ত থেকে শিব ভক্তগণ দেবাদিদেব মহাদেবের মাথায় জল

অরিন্দম ঘোষ

শ্রাবণ আর চৈত্র মাস শিব ভক্তদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইসময় দূর দূরান্ত থেকে শিব ভক্তগণ দেবাদিদেব মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে আসেন। এমনই এক বহু শতাব্দী প্রাচীন শৈবতীর্থের কাহিনি শোনানো যাক। যে মন্দিরের চাতালে মা সারদা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁকে তাঁর পছন্দের পাত্র হিসাবে বিবেচিত করেন।

হুগলি জেলার কামারপুকুর ও দেরেগ্রামকে পিছনে ফেলে আরও বেশ কিছুটা অগ্রসর হলে শিহর গ্রাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ি এখানে। এই গ্রামে প্রায় ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো এক শিব মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি ভক্তদের কাছে শান্তিনাথ শিব মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরটি প্রাচীনত্বের দিক থেকে যেমন উল্লেখযোগ্য, ঠিক তেমনইভাবে এই মন্দির চাতাল ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও মা সারদার পদধূলিধন্য।

বর্তমানে যে স্থানে মন্দির অবস্থিত, অনেককাল আগে সেখানে ছিল গোঁয়াই গাছের জঙ্গল। এই জঙ্গলের মধ্যে একটা উঁচু উইঢিপি ছিল। কথিত আছে যে, রাখালরা সেই জঙ্গলে গরু চরাতে যেত। তখন মাঝেমাঝেই তাদের নজরে আসতো গরুর পাল বাড়ি ফেরার আগে আসন্ন প্রসবা একটা গরু সেই উইঢিপির ওপর দুধ ঢেলে আসত। রাজামশাইকে এসে তারা সেই খবর জানায়। তারা এটাও জানায় যে, গরুটি যে স্থানে দুধ দেয়, সেই একই জায়গায় একজন সন্ন্যাসী প্রতিদিন সেখানে সাধনা করেন। তিনিও ওই ঢিপির ওপর পাঁচ ফলকযুক্ত বেলপাতা রেখে যান। রাখালদের কাছ থেকে এই খবর পাওয়ার পরই কৌতূহলবশত লোকলস্কর নিয়ে রাজা সেই স্থানে উপস্থিত হন। উই ঢিপি খনন করার পর তার নিচ থেকে আবিষ্কৃত হয় এক শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গ যেহেতু সকলের শন্তিবিধান করে, তাই তাঁর নাম হয় শান্তিনাথ। সন্ন্যাসী শান্তিনাথের পুজোর দায়িত্ব পান। কিন্তু, তার কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না, তাই তিনি মারা যাওয়ার পর রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন পরবর্তী সেবায়িত হিসাবে কাকে নিযুক্ত করা যায় সেই বিষয়ে।

তখন এই অঞ্চল ছিল বর্ধমানের রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন। একদিন শান্তিনাথের স্বপ্নাদেশ পান মহারাজা। স্বপ্নে তিনি জানতে পারেন যে, পুবপাড়ায় আঠেরো ঘর ব্যানার্জি পরিবার ব্রাহ্মণের বাস। এই গ্রামে কিছুদিনের মধ্যেই মহামারী কলেরা রোগ হানা দেবে। সেই মহামারী রোগে সতেরো ঘর ব্যানার্জি পরিবারের মৃত্যু ঘটবে, বেঁচে থাকবেন মাত্র একঘর ব্যানার্জি পরিবার। তাঁরাই বংশপরম্পরায় নিযুক্ত হবেন বাবার পরবর্তী সেবায়েত হিসাবে। শান্তিনাথের স্বপ্নাদেশ মতো বাস্তবক্ষেত্রে তাই হলো। একমাত্র যে ব্যানার্জি পরিবার জীবিত ছিলেন, তাঁরাই শান্তিনাথের পুজোর অধিকার লাভ করলেন। বর্ধমানরাজ তাঁদের নিষ্কর জমি দান করলেন। ৩০ ফুট উচ্চতার এই সুপ্রাচীন দেউল মাকড়া পাথরের শিখর দেউল রীতিতে নির্মিত হলো। বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর থানার দক্ষিণে অবস্থিত এই মন্দির বাঁকুড়া জেলার মন্দিরগুলোর মধ্যে অন্যতম স্থাপত্যকীর্তি বলে বিবেচিত হয়।

যাইহোক, পূর্ব প্রসঙ্গের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। ব্যানার্জি পরিবারের সেবাইতদের রাজা 'রাজচক্রবর্তী' উপাধি প্রদান করলেন। পরবর্তীকালে সেই রাজচক্রবর্তী সংক্ষিপ্ত রূপ পেলো চক্রবর্তী। মন্দিরের বর্তমান সেবাইতের কাছ থেকে জানা গেলো যে, ১৮১৭ সালে নফর চক্রবর্তীর কাছ থেকে পাওয়া দলিলে এই মন্দির সংলগ্ন বিশাল এলাকাকে নিষ্কর সম্পত্তি হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। তবে এই দলিল তৈরি হওয়ারও অনেক আগে থেকেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বলে সেবাইতের দাবি। মন্দির সংলগ্ন এক সুবিস্তৃত চাতাল। অদূরে দক্ষিণপাড়াতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বোনের বাড়ি ছিল। কথিত আছে যে, একবার গাজন মেলার সময় তিনি সেখানে এসেছিলেন। সেখান থেকে এই মন্দির সংলগ্ন চাতালে তিনি রাম যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে মা সারদার মা শ্যামাসুন্দরী দেবীর বাড়ি ছিল উত্তরপাড়াতে। এই গাজন মেলা উপলক্ষে মায়ের সঙ্গে মা সারদা মামারবাড়িতে এসেছিলেন বলে শোনা যায়। সেইসময় গাজন মেলা আর রামযাত্রা দেখতে সখীদের সঙ্গে শান্তিনাথ শিব মন্দির চাতালে

এসেছিলেন সারদা দেবী। সখীরা রামযাত্রার শিল্পীদের নির্দেশ করে কৌতুক ভরে তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে তিনি কাকে বিয়ে করতে চান? সারদা দেবী সখীদের প্রশ্নের উত্তরে গদাধরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নির্দ্বিধায় জানান যে তিনি তাঁকেই বিয়ে করতে চান। মা সারদার এই সারল্য দেখে সখীরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করে দেন। কিন্তু মা যে কতখানি ভবিষ্যতদ্রষ্টা ছিলেন সে কথা আমরা মায়ের পরবর্তী জীবনেই দেখতে পাই। পরবর্তীকালে ঠাকুর রামকৃষ্ণর সঙ্গেই বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন মা সারদা। এখনও সেই পুরনো রীতি অনুসরণ করে প্রতিবছর এখানে মহাসমারোহে গাজন মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেইসময় বেশ কয়েকদিন ধরে এখানে যাত্রাপালাও হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। শ্রাবণ মাসেও এখানে প্রচুর ভক্তরা বাবার মাথায় জল ঢালতে আসেন। মন্দিরের বর্তমান সেবাইত এই প্রসঙ্গে জানালেন যে, একবার অর্থের অভাবে গাজন মেলার যাত্রাপালা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন শান্তিনাথ তৎকালীন সেবাইতকে চিন্তা করতে বারণ করেন এবং জানান যে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবেই। গাজন মেলার দিন যথাসময়ে যাত্রা শিল্পীরা উপস্থিত। তৎকালীন সেবাইত তাঁদের দেখে অবাক হয়ে যান। যাত্রাশিল্পীরা বলেন যে, তিনি কিছুদিন আগেই তো তাঁদের যাত্রার জন্য বায়না দিয়ে এসেছেন। সেবায়েত মনে মনে অনুভব করেন যে, শান্তিনাথ সেবায়েতের রূপ ধরে যাত্রাশিল্পীদের বায়না দিয়ে এসেছেন। মহাসমারোহে গাজন মেলায় অন্যান্যবারের মত সেবারও যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবেই শান্তিনাথের নানারকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানার সাক্ষী এলাকাবাসী। মন্দিরে প্রতিদিন দু'বার শান্তিনাথের নিত্যসেবা হয়ে থাকে সকাল ন'টার সময় বাবার উদ্দেশে আরতি হয় আর সন্ধ্যে সাতটায় সন্ধারতির সঙ্গে সঙ্গে শীতল নিবেদিত হয় বাবার উদ্দেশে। প্রতিদিন সকালে মন্দিরে দরজা খোলা হয়। রাত ন'টায় মন্দির বন্ধ হয়। হাওড়া-গোঘাট লোকালে গোঘাট স্টেশনে নেমে বাসে বা টোটো রিজার্ভ করে পাঁচশতাব্দী প্রাচীন

শিক্ষা প্রসারে মিশন ও কমিশন : শিক্ষক নিয়োগে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকার প্রাসঙ্গিকতা...........

পরীক্ষা হলে পরীক্ষার্থীদের মনোযোগ ও শৃঙ্খলা.

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রতিক অতীত এক অভূতপূর্ব সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন-এর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম; দুর্নীতির অভিযোগ এবং দীর্ঘ আইনি জটিলতা রাজ্য জুড়ে শিক্ষিত যুবসমাজ ও অভিভাবক মহলে গভীর আস্থা র সংকট তৈরি করেছে। এই অচলাবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনতে শিক্ষক নিয়োগের পরিচালনা বা তদারকিতে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ তথা অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীদের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের ঐতিহ্য; নীতপরায়ণতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার নিরিখে পদক্ষেপ কতটা কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত হতে পারে; তা নিয়ে গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশন কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়; এটি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ ও মানব সেবার এক মূর্ত প্রতীক। দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত স্কুল ও কলেজগুলি তাদের মেধা; শৃঙ্খলা ও নিখাদ স্বচ্ছতার জন্য বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। কমিশনের নিয়োগ বোর্ডে মিশন বা মঠের মহারাজদের উপস্থিতি সাধারণ মানুষ ও চাকরিপ্রার্থীদের মনে যে প্রাথমিক বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে; তা অমূল্য। দুর্নীতির কালছায়া ঢেকে ফেলা ব্যবস্থার মুখবদল হিসেবে সততার জন্য স্বীকৃত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি নৈতিক দৃঢ়তা জোগায়। মহারাজদের উপস্থিতি কোনো প্রকার গোপন আঁতাত বা স্বজনপোষণের প্রচেষ্টা চালানো দুষ্কর হয়ে উঠবে; কারণ মিশন সর্বদাই পার্থিব প্রলোভন ও রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে কাজ করে।

কেবল নামমাত্র উপস্থিতি নয়; এই ধরনের পদক্ষেপ সফল হতে হলে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে বাস্তবমুখী সংস্কার প্রয়োজন। মিশন মহারাজদের সমন্বয়ে একটি নিরপেক্ষ 'সুপারভাইজরি সেল' বা 'তদারকি কমিটি' গঠন করা যেতে পারে; যারা লিখিত পরীক্ষা থেকে শুরু করে ভাইভা এবং চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশের প্রতিটি স্তরে নজরদারি চালাবে।

প্রথমত: পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি; মুদ্রণ ও কেন্দ্রগুলিতে নিরাপদে পৌঁছানোর প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের যুক্ত রাখলে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে।

দ্বিতীয়তঃ ইন্টারভিউ বোর্ডে একজন সন্ন্যাসী সদস্যের উপস্থিতি পরীক্ষকের নিজস্ব পক্ষপাতিত্ব বা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রভাব ফেলার সুযোগ দূর করবে। তৃতীয়তঃ ওএমআর শিটের ডিজিটাইজেশন ও কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডারে তার সংরক্ষণের সময় মিশনের তত্ত্বাবধানে থাকলে পরবর্তীতে নম্বরের কারচুপি ঠেকানো সম্ভব হবে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় যে কোনো প্রশাসনিক সংস্থাই কোনো না কোনোভাবে শাসকদলের প্রভাব বা আমলাতান্ত্রিক লালফিতার ফাঁসে আটকে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের মতো নির্মোহ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বদের যুক্ত করার প্রধান শক্তি হলো তাঁদের রাজনৈতিক অসংলগ্নতা। তাঁরা কোনো ভোটের রাজনীতি বা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত নন। ফলে কোনো যোগ্য প্রার্থী যাতে পদের বিনিময়ে বঞ্চিত না হয় এবং অর্থ বা ক্ষমতার দাপটে অযোগ্য ব্যক্তি যাতে শিক্ষকতার মতো পবিত্র পেশায় স্থান না পায়; তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। শিক্ষকতা কেবল একটি চাকরি নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরীর সামাজিক ব্রত। বর্তমান যুগে কেবল তথ্যগত জ্ঞান নয়; একজন শিক্ষকের চারিত্রিক প্রথাসিদ্ধতা ও নৈতিক মূল্যবোধ যাচাই করার সমান গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ মিশন দীর্ঘ কাল ধরে চরিত্র গঠনের শিক্ষার উপর জোর দিয়ে আসছে। নিয়োগ বোর্ডে মিশনে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি এমন শিক্ষক নির্বাচন করতে সাহায্য করবে; যাঁরা কেবল মেধা নয়; বরং মানবিক মূল্যবোধ ও দায়বদ্ধতায় সমৃদ্ধ। এটি সার্বিকভাবে সরকারি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাগত মান উন্নত করতে দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা নেবে।

তবে এই প্রস্তাব প্রশংসনীয় হলেও এর বাস্তবায়নে বেশ কিছু জটিলতা ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত: স্কুল সার্ভিস কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা। সংবিধান ও রাজ্য সরকারের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কমিশনের নিজস্ব নিয়মাবলী ও গঠনতন্ত্র রয়েছে। কোনো বাইরের ধর্মীয় বা সেবামূলক সংস্থাকে সরাসরি প্রশাসনিক 'পাওয়ার' দেওয়া বা সিদ্ধান্তের সর্বময় কর্তাজনে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে আইনি বাধা তৈরি হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ মিশন একটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় পরিচালিত বিশ্বজনীন সংস্থা হলেও; কোনো সরকারি নিয়োগে একটি নির্দিষ্ট মিশনের সদস্যদের স্থায়ী বা একক তদারকির দায়িত্ব দিলে তা প্রশাসনিক আইনী চ্যালেঞ্জ বা অন্য ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বিতর্ক তৈরি করতে পারে।

তৃতীয়ত: সন্ন্যাসীদের মূল কাজ ধর্মীয়; আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মানবসেবা। সরকারি প্রশাসনিক জটিলতা; বিপুল আইনি মামলা ও রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের মতো নিষ্কলঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে টেনে আনলে তা দীর্ঘমেয়াদে সেই প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব ভাবমূর্তির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে কি না; সেই বিষয়েও মিশনের পক্ষ থেকে সুচিন্তিত ভাবনার অবকাশ রয়েছে। অতএব; রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের প্রশাসনিক ক্ষমতা না দিয়ে একটি 'স্বাধীন উপদেষ্টা' বা 'নিরপেক্ষ নজরদারি কমিটি' -র রূপরেখায় যুক্ত করা যেতে পারে। নীতি নির্ধারণ ও স্বচ্ছতার সাধারণ পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও নীতিবোধকে ব্যবহার করা গেলে আইনি জটিলতায় এড়িয়েও ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থার ফেরানো সম্ভব। একটি সমাজ কতটা উন্নত; তা নির্ভর করে তার শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতার ওপর।

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে এসএসসি কে মুক্ত করতে হলে শুধু আইনি সংস্কার বা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নৈতিকতার শক্তিশালী পাহারা। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠানকে সম্মানজনক ও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে যুক্ত করা গেলে তা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা; প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং মিশন কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা যদি একবিন্দুতে মেলে; তবেই রাজ্য আবার তার হারিয়ে যাওয়া শিক্ষামূলক গৌরব ও মেরুদন্ড ফিরে পাবে।

**রামচন্দ্রপুর; মেচেদা;
পূর্ব মেদিনীপুর
মাবাইল নাম্বার
৬২৯৫৩৩১০৭**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক, জাতীয় সড়ক আইন ১৯৫৬ (১৯৫৬ এর ৪৮) ধারা ৩ (ক) উপধারা ১ অনুযায়ী ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন এবং জাতীয় সড়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভারতের ঘোষনা পত্র, অতিরিক্ত সংখ্যা (অসাধারন ভাগ - ২) এস.ও.৬০৭৮ (ই), তারিখ:২৯/১২/২০২৫ ইং অনুযায়ী ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ক্রমে, কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থে উজ্জীবিত হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম জেলায় অন্তর্গত এন. এইচ ০৮ হইতে এন. এইচ ১০৮ বি রোডের সংযুক্তিকরণের জাতীয় সড়কের ০.০০০ কি.মি. হইতে ২৫.৪০২ কি.মি. পর্যন্ত আগরতলা বাইপাস (পশ্চিমাংশ) রিং রোডের নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন ও পরিবর্তনের জন্য নিম্নবর্ণিত ভূমি অধিগ্রহনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।
এবং যেহেতু, উক্ত ঘোষনাপত্রটি "ত্রিপুরা অবজার্ভার" ও "স্যন্দন পত্রিকা" ১৭/০১/২০২৬ ইং তারিখে জাতীয় সড়ক আইনের উপধারা (৩) এর ধারা ৩ (ক) অনুযায়ী প্রকাশিত হয়।
এবং যেহেতু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভূমিমালিক (গণ) বা আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ধারা ৩-সি-এর অধীনে কোনো আপত্তি- পাওয়া যায়নি;
এবং যেহেতু, জাতীয় সড়ক আইনের উপধারা (১) এর ধারা ৩-ডি অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক দ্বারা ভারত সরকারের কাছে তথ্য প্রদান করা হয়। এখন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জাতীয় সড়ক আইনের উপধারা (১) এর ধারা ৩-ডির ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থে নিম্নবর্ণিত ভূমি, জাতীয় সড়ক ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম জেলায় অন্তর্গত এন. এইচ ০৮ হইতে এন. এইচ ১০৮ বি রোডের সংযুক্তিকরণের জাতীয় সড়কের ০.০০০ কি.মি. হইতে ২৫.৪০২ কি.মি. পর্যন্ত আগরতলা বাইপাস (পশ্চিমাংশ) রিং রোডের নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন ও পরিবর্তনের জন্য নিম্নবর্ণিত ভূমি অধিগ্রহনের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন।
তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত আইনের উপধারা (২) এর ধারা ৩ডি অনুযায়ী এতদ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে, উক্ত নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত ভূমি সম্পুর্ন রূপে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাধাহীন ভাবে অর্পণ করা হইল।

ভূমির তালিকা

ভূমির তালিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সঙ্গে বাড়িঘর অথবা বাড়িঘর ছাড়া, ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম জেলার অন্তর্গত জাতীয় সড়ক নং এন. এইচ ০৮ হইতে এন. এইচ ১০৮ বি রোডের সংযুক্তিকরণের জাতীয় সড়কের ০.০০০ কি.মি. হইতে ২৫.৪০২ কি.মি. পর্যন্ত আগরতলা বাইপাস (পশ্চিমাংশ) রিং রোডের নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন ও পরিবর্তনের জন্য অধিগ্রহনের প্রস্তাবনা।

ভূমির তালিকা

রাজ্য: ত্রিপুরা — জিলা: পশ্চিম

ক্রমিক নং	হাল দাগ নং	জমির স্বত্বের বিবরণ	জমির শ্রেণী	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার (বিস্তারিত)
১	২	৩	৪	৫	
তহশীল : বাধারঘাট					
মৌজা : চারিপাড়া					
১	১৩০/অং	ব্যক্তিগত	নাল	০.০১৭৮০৬৫	রায়তি- সুকান্ত দাস পিতা: হরেন্দ্র চন্দ্র দাস, ঝুলন দাস স্বামী: হরেন্দ্র চন্দ্র দাস, লিপিকা দাস স্বামী: অভিজিৎ দাস, স্নান বালা দাস স্বামী: মাখন লাল দাস
২	২১৬১/৮৮৪৪/অং	ব্যক্তিগত	বাস্তু (টিলা)	০.০০৬৮৭১৮	এলটী- অমৃত সাহা পিতা: বিধুভূষণ সাহা, লক্ষী রানী সাহা স্বামী: অমৃত সাহা
৩	৩১৪/অং	ব্যক্তিগত	নাল	০.০০০৪০৪৭	রায়তি- দং বিশ্বজিৎ দাস, সোমা রানী দাস, সত্যজিৎ দাস পিতা: লক্ষন চন্দ্র দাস, বিন্দু রানী দাস স্বামী: লক্ষন চন্দ্র দাস
তহশীল : রামনগর					
মৌজা : রামনগর					
৪	৫৪১৩/২০২৫১/অং	ব্যক্তিগত	পুকুর (টিলা)	০.০০২০২৩	রায়তি- মোঃ খোর্শেদ আলম পিতা: মোঃ কালা মিঞা
৫	৫৪২৪/২০২৫২/অং	ব্যক্তিগত	ভিটি (টিলা)	০.০১২২৫	রায়তি- মোঃ খোর্শেদ আলম পিতা: মোঃ কালা মিঞা
৬	৫৪২৪/২০২৬১/অং	ব্যক্তিগত	ভিটি (টিলা)	০.০০৮২০৩	রায়তি- মেহেবুব সুলতান পিতা: কালা মিঞা
তহশীল : লঙ্কামুড়া					
মৌজা : সিঙ্গারবিল					
৭	৫১০৫/অং	ব্যক্তিগত	চারা (টিলা)	০.০০২৮৩৩	রায়তি- সুরেশ দাস পিতা: শ্রীনাথ দাস
৮	৫১০৯/অং	ব্যক্তিগত	বাস্তু (টিলা)	০.০০৭৬৮৯	রায়তি- সুরেশ দাস পিতা: শ্রীনাথ দাস
৯	৬১৮৯/১০৮৫২/অং	ব্যক্তিগত	টিলা	০.০২০৭৩৪৭	এলটী- টুটন কর পিতা: নারায়ন চন্দ্র কর, ভানু দেবনাথ (কর) স্বামী: টুটন কর
১০	৭১৯০/অং	ব্যক্তিগত	বাস্তু (টিলা)	০.০১৪২৭৪	এলটী- রতন কর্মকার পিতা: প্রফুল্ল কর্মকার, বাদল রায় পিতা: অমূল্য রায়
১১	৭২০৯/অং	ব্যক্তিগত	টিলা	০.১১২১	রায়তি- নীলরঞ্জন বৈশ্য পিতা: হরেন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক
(অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমহর্তা)
জেলাশাসক ও সমহার কার্য্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।

ICA/D-812/26-27

লোকভবনে অ্যাট হোম অনুষ্ঠান আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আজ সন্ধ্যায় লোকভবনে অ্যাট হোম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মা, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি রামচন্দ্র রাও, বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়, বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিত, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি জি এস রাও সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাট হোম অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধ এবং ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লোকভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আগরতলায় ফ্লাইওভারে পথ দুর্ঘটনায় ৩২ বছরের মহিলার মৃত্যু

আগরতলা, ১৫ আগস্ট: আগরতলায় ফ্লাইওভারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৩২ বছরের এক মহিলার। মৃতার নাম এলি দেববর্মা। তিনি দশরথ ভবনের বিপরীতে সুপারি বাগান এলাকার বিলাস দেববর্মার মেয়ে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট থানার এক আধিকারিক দ্রুত আইজিএম হাসপাতালে পৌঁছন। দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় ওই মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় এলি দেববর্মার সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

রাজ্য সরকার মানুষের কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: রক্তদান কেবল একটি শিবিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা এটি মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ ও মানবিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন। রক্তের কোনো বিকল্প নেই। তাই সুস্থ সমাজ গঠনে যুবসমাজ ও ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে সামাজিক কাজে এগিয়ে আসতে হবে। একইসঙ্গে যুবসমাজকে খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আজ আগরতলার রামনগর এলাকায় মুক্তিসঙ্ঘ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একসময় ক্লাবগুলিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের বিবাদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ছবি দেখা যেত। বর্তমানে সেই সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ক্লাবগুলি এখন সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে রক্তদান, সমাজসেবা, শিক্ষা, ক্রীড়া ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাজনৈতিক প্রভাব থেকে দূরে থেকে মানুষের কল্যাণে কাজ করার এই ইতিবাচক ক্লাব সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে রক্তদান কর্মসূচিগুলিতে মানুষের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার মানুষের সেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছেন। সেই সেবার মানসিকতাকে সামনে রেখে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসতে হবে। রক্তদান সেই সেবারই একটি মহান দৃষ্টান্ত। আজকাল বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষ দলগতভাবে রক্তদানে এগিয়ে আসছেন। মানুষের এই মানবিক উদ্যোগ সমাজে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করছে। যুবসমাজের এই ইতিবাচক ভূমিকা আগামী দিনে একটি সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার মানুষের কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ এবং পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। নীতি আয়োগের বিভিন্ন মূল্যায়নে ত্রিপুরা "ফ্রন্ট রানার স্টেট"-এর স্বীকৃতি পেয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম সেরা রাজ্য হিসেবে উঠে এসেছে। পঞ্চায়েত ক্ষেত্রেও রাজ্য একাধিক জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু আয়ও জাতীয় গড়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যেই এখন বহু জটিল রোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অনেকটাই কমেছে এবং রোগী রেফার করার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জিবি হাসপাতালে রোগীর পরিজনদের জন্য মাত্র ১০ টাকায় খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পাশাপাশি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রেও সরকার সহযোগিতা করছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আগে যেখানে বৃষ্টির পর দীর্ঘসময় জল জমে থাকত, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই অল্প সময়ের মধ্যে জল নেমে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ড্রোন ও অত্যাধুনিক ক্যামেরার মতো প্রযুক্তিও কাজে লাগানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেশার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার "জিরো টলারেন্স" নীতি নিয়ে কাজ করছে। যুবসমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরও বেশি করে যুক্ত করতে হবে। সুস্থ শরীর ও সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবার, ক্লাব এবং সামাজিক সংগঠনগুলিরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরও জনসেবার কাজে এগিয়ে আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে। রাজনীতি কোনো বিশেষ পরিবারের সম্পত্তি নয়, মানুষের সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, বর্তমানে রাজ্যে রক্তদান কর্মসূচিগুলিতে মানুষের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্লাব সংস্কৃতিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং ক্লাবগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা অনেক বেড়েছে। মানুষ দলগতভাবে রক্তদানে এগিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, রক্তদান মানবতার চূড়ান্ত নিদর্শন এবং এর কোনো বিকল্প নেই। সকলকে নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। মেয়র আরও বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। সরকারের সার্বিক উদ্যোগের প্রতি মানুষের আস্থাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। "সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস"-এর আদর্শকে সামনে রেখে সরকার কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুক্তিসঙ্ঘ ক্লাবের সম্পাদক। বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শেখর দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে মুক্তিসঙ্ঘ ক্লাবকে একটি শববাহী যান প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের অন্তর্গত "সবুজ সাথী"দের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এবং শিক্ষা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের সংবর্ধিত করেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের উৎসাহিত করেন। শিবিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন বহু মানুষ।

এছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা আজ উত্তর বাধারঘাটের ভট্টপুকুর বাপুজি স্কুল রোড সংলগ্ন নব ঐক্য ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও মেগা স্বাস্থ্য শিবিরেরও উদ্বোধন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের মেয়র-ইন-কাউন্সিলর বাপ্পি দাস, টিআরটিসি"র বোর্ড অফ ডিরেক্টর শ্যামল কুমার দেব, আগরতলা পুর নিগমের সাউথ জোনাল চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক, নব ঐক্য ক্লাবের সভাপতি-সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের সার্বিক উন্নয়নে ক্লাবগুলিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমান সময়ে যুব সমাজের ক্লাবমুখী হওয়ার প্রবণতা কিছুটা কমে গেলেও নতুন প্রজন্মকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, একটি ক্লাব শুধুমাত্র খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র নয় বরং এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তা, পানীয় জল, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ক্লাব যত বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে, ততই এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস' মন্ত্রের উল্লেখ করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সমাজ গঠনের আহ্বান জানান। পাশাপাশি ইতিবাচক চিন্তাধারা ও সমাজসেবামূলক মানসিকতার মানুষদের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রক্তদান শিবির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানবসেবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো রক্তদান। একইসঙ্গে সমাজে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নব ঐক্য ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে গৃহীত উদ্যোগের প্রশংসা করে ভবিষ্যতে খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা, বস্ত্র বিতরণ, শিক্ষাসামগ্রী প্রদানসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। এদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে প্রায় ৩০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। পাশাপাশি আয়োজিত মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার দুই শতাধিক নাগরিক স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন নব ঐক্য ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ কানু দেব। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ অসীম ভট্টাচার্য। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে নব ঐক্য ক্লাবের এই উদ্যোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং সামাজিক উন্নয়ন ও মানবসেবামূলক কার্যক্রমে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

গোটা রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ আগস্ট: গোটা রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। বিধানসভা প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া। বিধানসভার সচিব অমিয় কান্তি নাথ সহ বিধানসভার আধিকারিকগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া বলেন, আজকের এই দিনটি প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য গর্বের দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠন করার জন্য কাজ করছেন। আজ এই দিনে বিকশিত ভারত গঠন করার জন্য ত্রিপুরাবাসী এবং দেশের প্রতিটি মানুষকে শপথ নিতে হবে।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আজ সকালে মহাকরণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। মহাকরণ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ, মহাকরণের আধিকারিক এবং কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আমাদের জাতীয় পতাকা দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য, সংহতির পরিচয় বহন করে। অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে দেশের সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা এবং ঐক্য রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। ভারতের ছাত্র ও যুবশক্তিই হলো আমাদের অন্যতম প্রধান শক্তি। বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসাহ ও দেশাত্মবোধের আবেগে জিরানীয়া মহকুমায় পালিত হলো ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। এ উপলক্ষ্যে মহকুমার মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বীরেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে। অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন খাদ্য, পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে বিভিন্ন প্ল্যাটুনের সুসজ্জিত মার্চপাস্ট অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল বীর শহীদ ও আত্মবলিদানকারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত আজ উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায়ে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতি বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে।

সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উল্লেল্লন করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রি বিকাশ দেববর্মা। পতাকা উল্লেলনের পর তিনি নিরাপ্ত বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও প্যারেড পরিদর্শন করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ তাদের নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছেন। আজকে আমাদের ভাবতে হবে আমরা আমাদের দেশের জন্য কি করছি।

আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা কেমন ভারত রেখে যেতে চাই। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ধর্মনগরের বিবিআই ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে একথা বলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় ধর্মনগরের বিবিআই ময়দানে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, শহীদদের আত্মত্যাগ এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের চেতনা আরও সুদৃঢ় করার জন্য হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি দেশব্যাপী পালন করা হয়েছে। আজ কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় একথা বলেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর, ক্রীড়ামন্ত্রী সম্মিলিত বাহিনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। সারা রাজ্যের সঙ্গে ধলাই জেলায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। জেলার মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তপশিলি জাতি কল্যাণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি সম্মিলিত বাহিনীর প্যারেড পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, জেলাশাসক বিবেক এইচ.বি, জেলা পুলিশ সুপার রুষিকেশ দেশাই সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরগণ। অনুষ্ঠানে টি এস আর, ত্রিপুরা পুলিশ, স্কাউট এন্ড গাইডস এবং এন এস এসের প্লাটুন প্যারেড প্রদর্শন করেন।

দেশের ঐক্য, সংহতি ও অখন্ডতাকে রক্ষা করতে হবে: সমবায় মন্ত্রী

রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ এইচ এস স্কুল মাঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, স্বাধীনতা শুধু একটি অর্জন নয়, এটি দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ববোধ।

সারা রাজ্যের সাথে খোয়াই জেলাতেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় খোয়াই বিমানবন্দর মাঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, স্বাধীনতা দিবসের এই পূণ্য লগ্নে দেশকে সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ নিতে হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সকলকেই সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মহকুমা ভিত্তিক দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ। অনুষ্ঠানে তিনি আরক্ষা বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের কথা উল্লেখ করেন এবং সেইসব বীর শহীদদের প্রতি সম্মান জানান। জাতীয় পতাকার ৩টি রঙের অর্থ ব্যাখ্যা করে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তিরঙ্গা শুধু জাতীয় পতাকা নয়, এর মধ্যে রয়েছে আমাদের ইতিহাস, আত্মত্যাগ, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ। তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের পরে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, ডিগ্রী অর্জন করার পাশাপাশি দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমাজুড়ে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়ার ভগত সিং মিনি স্টেডিয়ামে। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আগে "বন্দে মাতরম পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সকাল ৯টা ১০ মিনিটে ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর কবি নজরুল বিদ্যাভবনের ছাত্রীদের পরিবেশনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সরকারি মুখ্য সচেতক শ্রীমতী সাহা রায় ১২ ব্যাটালিয়ন টিএসআর, বিএসএফ, এনসিসি ইউনিট এবং স্কাউট ও গাইডের বিভিন্ন প্লাটুনের অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কেশানসহ প্রশাসন ও পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা।সাক্রম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ। পতাকা উত্তোলনের পর তিনি জাতীয় পতাকার প্রতি অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ভারতের স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।গতকাল সারারাজ্যের সাথে যথাযথ মর্যাদায় বিশালগড় মহকুমায়ও ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে। বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। উদ্বোধকের ভাষনে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার সঙ্গে মোহনপুরেও গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা।৮০ তম স্বাধীনতা দিবস গতকাল পানিসাগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে পানিসাগর মহকুমা ভিত্তিক ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় পানিসাগরের বিবেকানন্দ মুক্ত মঞ্চ প্রাঙ্গনে।

নির্মাণকাজে ইঞ্জিনিয়ারের অনুপস্থিতি, ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: সরকারি অর্থে নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রকল্পের কাজের গুণগত মান নিয়ে কোনও আপস করা যাবে নাএমনই কড়া বার্তা দিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী তথা ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা।

রবিবার কৃষ্ণপুর এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তর মহারানী জি এম রোড সংলগ্ন জাতীয় সড়কের নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন তিনি। কাজের পরিস্থিতি দেখে গাড়ি থামিয়ে সরেজমিনে নির্মাণকাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী।

অভিযোগ, প্রায় ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ ওই সড়ক প্রকল্পের সাইডওয়ালের ঢালাইয়ের কাজ চলছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতি ছাড়াই। বিষয়টি নজরে আসতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিকাশ দেববর্মা। গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজের সময় ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী।

এরপর ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থলে না আসা পর্যন্ত সাইডওয়ালের ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন তিনি। মন্ত্রীর বক্তব্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের তদারকি ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজ চললে কাজের গুণগত মান বজায় রাখা কঠিন। নিম্নমানের নির্মাণের কারণে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষকেই দুর্ভোগের মুখে পড়তে হতে পারে।

বিকাশ দেববর্মা বলেন, সরকারি অর্থে নির্মিত রাস্তা ও অন্যান্য পরিকাঠামো যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব। কাজের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নির্ধারিত মান ও নিয়ম মেনে চলতে হবে। নির্মাণকাজে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি।

এলাকায় সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি সাইডওয়ালসহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত কাজ চলছে। বিশেষ করে ঢালাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতি নিশ্চিত করার উপর জোর দেন মন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সংস্থাকেও নির্ধারিত গুণগত মান বজায় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

রবিবারের পরিদর্শনে মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জিত সরকার, ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস, সম্পাদক মদনমোহন সাহা এবং বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটির সম্পাদক নির্মল সরকার।

সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং নির্মাণকাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে মন্ত্রীর এই সরেজমিনে নজরদারি নিয়ে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়েছে।

কাজের সন্ধান

পরীক্ষা ছাড়াই চাকরির সুবর্ণ সুযোগ ত্রিপুরায় আগত রেলে ৬,৭৭৭ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১৫ হাজার হলেও ত্রিপুরায় আগত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য ৬,৭৭৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীরা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জন্য লামডিং, তিনসুকিয়া, কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙ্গিয়া, নিউ-বঙ্গাইগাঁও এবং ডিব্রুগড়ের যে-কোনও একটি ডিভিশনের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১৫ হাজারজনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ করে ত্রিপুরায় আগত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৫-০৭-২০২৬-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের ঊর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েবসাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এন.এফ.আর/ এন.এ.পি.এস/ অ্যাক্টঅ্যাপ্রেন্টিস/ ২০২৬, তারিখ ১৪ জুলাই, ২০২৬। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — কাটিহার ডিভিশনে ১১০৩টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ৪৩৭টি, ওবিসি'র জন্য ২৯৯টি, এসসি'র জন্য ১৭০টি, এসটি'র জন্য ৮৫টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১১২টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ১১০টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৪৪টি আসন শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৬৫১টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ২৫২টি, ওবিসি'র জন্য ১৭৬টি, এসসি'র জন্য ১০৫টি, এসটি'র জন্য ৫৩টি, ইডব্লিওএসপ্রার্থীর জন্য ৬৮টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৬৫টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ২৬টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। রঙ্গিয়া ডিভিশনে ৭৫০টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ২৯৬টি, ওবিসি'র জন্য ২০২টি, এসসি'র জন্য ১১৭টি, এসটি'র জন্য ৫৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৭৬টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৭৫টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩০টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধীপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। লামডিং ডিভিশনে ১২৭৪টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ৫০৯টি, ওবিসি'র জন্য ৩৪৭টি, এসসি'র জন্য ১৯৪টি, এসটি'র জন্য ৯৭টি, ইডব্লিওএসপ্রার্থীর জন্য ১২৭টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ১২৭টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৫১টি আসন শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তিনসুকিয়া ডিভিশনে ৮৬০টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ৩৪১টি, ওবিসি'র জন্য ২৩২টি, এসসি'র জন্য ১৩৩টি, এসটি'র জন্য ৬৭টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮৭টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৮৬টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩৪টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ, ইউডব্লিওএস/ এন জি এন-এ মিলে ৮৮১টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ৩৫৫টি, ওবিসি'র জন্য ২৩৮টি, এসসি'র জন্য ১৩৭টি, এসটি'র জন্য ৬৩টি, ইডব্লিওএসপ্রার্থীর জন্য ৮৮টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৮৮টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩৫টি আসন শারীরিকপ্রতিবন্ধীপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ৭৬৩টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ৩০৭টি, ওবিসি'র জন্য ২০৪টি, এসসি'র জন্য ১১৭টি, এসটি'র জন্য ৫৮টি, ইডব্লিওএসপ্রার্থীর জন্য ৭৭টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৭৬টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩১টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। নর্থ-ফ্রন্টিয়ার সদর কার্যালয়ের জন্য মোট ৪৯৫টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ১৮৯টি, ওবিসি'র জন্য ১৩৪টি, এসসি'র জন্য ৮৩টি, এসটি'র জন্য ৩৬টি, ইডব্লিওএসপ্রার্থীর জন্য ৫৩টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৫০টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ২০টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। প্রতিটি ডিভিশন এবং ওয়ার্কশপেই মেশিনিস্ট, ওয়েলডার, ফিটার, কার্পেন্টার, ডিজেল মেকানিক, পেইন্টার, ইলেকট্রিশিয়ান, টার্ণার, রেফ্রিজারেটর এন্ড এসি মেকানিক, লাইনম্যান, ম্যাশন, ফিটার স্ট্রাকচারাল, মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার), মিল রাইট ইত্যাদি ট্রেডে এপ্রেন্টিস নিয়োগ করা হবে। প্রশিক্ষণ কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২০ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট। উল্লেখ্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে), সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবেনা। সময়ে সময়ে প্রয়োজন ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রয়োজনমতো প্রতি মাসে নির্দিষ্টহারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন পত্র পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। প্রার্থীবাছাইয়ের ক্ষেত্রে মেধারভিত্তিতে, এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনওরকম পরীক্ষা নেওয়া হবে না। দরখাস্তকারীদের সমস্ত প্রদত্ত তথ্য ও মেধারভিত্তিতেই প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। একমাত্র আগাম বিস্তারিত জানতেপারেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কর্পোরেট সেক্টরে **সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি, এমসিএ পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইসরো- তে **সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রেল মন্ত্রকে বিশেষ করে আগরতলায় আগত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলে **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬,৭৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে সিএসসি গুলোতে **আধার সুপারভাইজর, কম্পিউটার অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশের শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত সমস্ত ব্যাঙ্কগুলোতে **ক্লার্ক, কাস্টমার সার্ভিস অ্যাসোসিয়েট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১,৪০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, তবে দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট এর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমবিএ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার, টেকনিক্যাল ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* হাই কোর্ট অফ ত্রিপুরায় **সিস্টেম অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, সঙ্গে হার্ডওয়্যার বিষয়ে ১ বছরের ডিপ্লোমা, বিএসসি (সি.এস)/ বিএসসি (আইটি)/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ইন সি.এস/ আই.টি পাশ, নির্দিষ্ট সময়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, লিখিতও অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * স্টেট ব্যাঙ্কে **জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৫৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি,
এমসিএ পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ
বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার (ইসরো),**
শূন্যপদ ঃ ৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ
বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬,৭৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র
ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আধার সুপারভাইজর, কম্পিউটার অপারেটর (সি.এস.সি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৩৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশের
শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, কাস্টমার সার্ভিস অ্যাসোসিয়েট (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১১,৪০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ...
ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা
সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে।

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, তবে
দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট এর কেন্দ্র ও তারিখসহ
বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমবিএ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্রসহ
বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ...
ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে
কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, টেকনিক্যাল ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ২০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ...
ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে
কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিস্টেম অ্যাসিস্ট্যান্ট (হাই কোর্ট অফ ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, সঙ্গে হার্ডওয়্যার বিষয়ে ১ বছরের ডিপ্লোমা, বিএসসি (সি.এস)/ বিএসসি (আইটি)/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ইন সি.এস/ আই.টি পাশ, নির্দিষ্ট সময়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
লিখিতও অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়,
তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র
ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ১,৫৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ...
ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে,
তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪৫৬ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ব্যাঙ্কে চাকরি বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় নিয়োগের পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটি এবং কলকাতা সহ সারা দেশে ৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ বলা যায়। অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা। বিওবি অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় ব্যাঙ্কে ম্যানেজার, টেকনিক্যাল ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো দেশজুড়ে ৩৯টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৬-এ ২৩ থেকে ৪০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২০৬-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২৮টি, এসটি'র জন্য ৯টি, ওবিসি'র জন্য ৫৩টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৭টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৩টি পদ। পদের নাম, পদের সংখ্যা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৬ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট। আই.ও.বি-এর ক্ষেত্রে ২৪ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর ও সিভি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রেপরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে ফোনে অথবা হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ— ক্রমিক নং ১ ঃ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় ব্যাঙ্কে ম্যানেজার, টেকনিক্যাল ম্যানেজারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো দেশজুড়ে ৩৯টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এছাড়া, অপর এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক আই.ও.বি-তে লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। উল্লেখ্য, আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে বয়স, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে ত্রিপুরার প্রার্থীরা কাছাকাছি কেন্দ্র হিসেবে 'গুয়াহাটি' অথবা 'কলকাতা' কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন। সারা দেশ জুড়ে এরকম আরো ৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। অন্যান্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে তা আগে থেকে ফর্ম ফিলামের সময় তা উল্লেখ করে দিতে হবে। পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি।

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে ১১,৪০৩ চাকরির দারুন সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সহ সারা দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ক্লার্ক পদে চাকরির সুযোগ এসেছে। ব্যাঙ্কে চাকরি পেতে হলে দুটো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি, পরেরটি মেন পরীক্ষা। শুরু হলো আইবিপিএসের কমন পরীক্ষায় ক্লার্ক পদে নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ১০টি ব্যাঙ্কের ১১,৪০৩টি শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোর শূন্যপদ নিরূপনের কাজ চলছে। সব ক'টি ব্যাঙ্কের শূন্যপদের সংখ্যা হিসেব করলে তা ১৪ হাজার ছাপিয়ে যাবে বলে তথ্যবিদ্দের ধারণা। এককথায়, ক্লার্ক পদে কয়েক হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ২১ আগস্টের মধ্যে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, বয়স, নিয়মকানুন, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি এঁদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। বস্তুত এই পরীক্ষায় সফল হলে ১ বছরের জন্য বৈধ স্কোরকার্ড দেওয়া হবে, অপরদিকে সদস্য ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের নিজ-নিজ প্রয়োজনমতো বিভিন্ন শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন সময়ে-সময়ে। সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির শর্ত মিললে আবেদন করা যাবে এই স্কোরকার্ডের ভিত্তিতে। ব্যাঙ্ক তখন তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য ডাকবেন আবেদনকারীদের স্কোরকার্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। আরও ভালো স্কোরকার্ড করার জন্য আবার আইবিপিএসের পরীক্ষা দিতে পারেন। স্কোরকার্ড যখন ইস্যু করা হবে তখন থেকে নির্দিষ্ট বছর পর্যন্ত তার মেয়াদ থাকবে। এই পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতা দরকার ২১-০৮-২০২৬ তারিখের মধ্যে যে-কোনও শাখার সাধারন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্থাৎ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই এবং ০১-০৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স। এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের এবং বিধবা, ডিভোর্সি, বিবাহ বিচ্ছিন্নরা ৯ বছরের ছাড় পেয়ে যাবেন। পরীক্ষা নেওয়া হবে অনলাইনে, কম্পিউটার ভিত্তিক। সেপ্টেম্বরে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু। দিন স্থির করা হয় নি। তবে কার, কবে পরীক্ষা- জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারে। কল লেটার পেয়ে যাবেন পরীক্ষার সাত দিন আগে অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে। কল লেটারের সংকেত পাবেন এসএমএস-এ। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা বা তার সন্নিকটে কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ও য়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার ক্ষেত্রে টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

যে ব্যাঙ্কগুলির চাকরির জন্য এই পরীক্ষা সেগুলি হল ঃ ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বলাবাহুল্য, এগুলি সবই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এই পরীক্ষা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন, ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন পর্যদের সম্মতি ও আইবিএ-র কর্তৃপক্ষের সায় রয়েছে।

পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের। প্রথমে ১ ঘন্টার, ১০০টি প্রশ্নের, ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এতে সফল হলে মেইন পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বর, ২০০টি প্রশ্ন, সময় ১২০ মিনিট। অবজেক্টিভের সব অংশেই নূন্যতম সাফল্য মান পেলেই স্কোরকার্ড পাবেন। পরীক্ষা হবে ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলায়, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও বহরমপুরে। আসামের গুয়াহাটি, জোরহাট, শিলচর ও ডিব্রুগড়ে। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র, শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন ইত্যাদি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

তিরঙ্গা যাত্রায় মুখরিত পিএমশ্রী সেকেরকোট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী থাকলো পিএম শ্রী সেকেরকোট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা, শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদানের নাট্যরূপ এর জীবন্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষুদিরামের হাসিমুখে ফাঁসি নেওয়ার মুহূর্ত উপস্থিত সকলের চোখে জল ও গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। শিক্ষার্থীদের নিখুঁত ব্রাশ ব্যান্ডে বা পাইপ ব্যান্ডের পরিবেশনা , বন্দেমাতরম, - সুজলাং-সুফলাং, সারে জাঁহা সে আচ্ছা, জন গণ মন অধিনায়ক এর সুর পুরো এলাকা দেশাত্মবোধ আবেগে ভরে ওঠে বিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক তিরঙ্গা যাত্রায়।

এবছর বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী রশ্মি সাহা ও অমিত সরকার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এক ভিন্ন মাত্রায় রূপ নেয় যা ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়বদ্ধতা জাগিয়ে তোলে এবং এদের সাথে সঙ্গ দেন প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান অন্যান। প্রধান শিক্ষক শ্রী সন্তোষ কুমার রায়চৌধুরী স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকৃত বীর - বীরাঙ্গনাদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন।

তিনি স্বাধীনতা দিবস এর জয় গানের পাশাপাশি ১৯৪৭ সালের 'দেশভাগের বিভীষিকাময় যন্ত্রণা'-ভিটেমাটি হারানোর হাহাকার, প্রিয়জনদের চিরতরে হারিয়ে ফেলার নির্মম কষ্ট,কোটি কোটি মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার যে ট্র্যাজেডি ইতিহাসের সেই গভীর ক্ষত গুলোর কথা তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। রাজপথে শুভাযাত্রায় কমলা সাগর কেন্দ্রের বিধায়িকা শ্রীমতি অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া সহ সেকেরকোট পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েতের অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য সদস্যাগণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ- অফিসকর্মীগণ এবং অভিভাবকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

এই জীবন্ত নাট্যমঞ্চে প্রধান শিক্ষক শ্রী সন্তোষ কুমার রায়চৌধুরী মহোদয় শহীদ ক্ষুদিরামের প্রতি যে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্যালুট করলেন তা একজন অভিনেতা হিসেবে নয়, বরং একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত সকলের মনের অনন্তহীন শ্রদ্ধা আর আবেগকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে স্বাধীনতা দিবস পালিত

আগরতলা, ১৫ আগস্ট : ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

পাশাপাশি নিজস্ব বাসভবনেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী।সরকারি বাসভবনের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশের জওয়ানগণ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন।

প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আগরতলা, ১৫ আগস্ট: ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায়। তাছাড়া, এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, পাপিয়া দত্ত, সহ অন্যান্যরা।

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। অনুষ্ঠানে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায় বলেন, ঐতিহাসিক এই দিনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করা হচ্ছে সেই সকল বীর শহিদকে, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে দেশবাসী পেয়েছে স্বাধীন ভারতের অমূল্য উত্তরাধিকার।

তিনি বলেন, প্রকৃত স্বাধীনতা শুধুমাত্র শৃঙ্খলমুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশপ্রেম, নাগরিক দায়িত্ব এবং প্রগতির পথে অবিরাম এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারই স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য।

অভিষেক দেবরায় আরও বলেন, স্বাধীনতার এই পবিত্র দিনে সকলকে একাত্ম হয়ে একটি শক্তিশালী, স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল নতুন ভারত গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে। এমন একটি ভারত গড়ে তুলতে হবে, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে এবং সকলের সমউন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

গৌড় গোবিন্দ ভক্তি বিনোদ সেবাশ্রমের উন্নয়নকাজ পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: বৈষ্ণব ভাবধারা, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধারণ করে দীর্ঘদিন ধরে ভক্তদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত 'গৌড় গোবিন্দ ভক্তি বিনোদ সেবাশ্রম'। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী মনমোহন গোস্বামীর স্মৃতিবিজড়িত এই সেবাশ্রমে আজও বৈষ্ণব সংস্কৃতির নানা ঐতিহ্য ও ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চর্চা ও সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও সেবাশ্রমটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা।

সেবাশ্রমের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ভক্তদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রী তথা বিধায়ক বিকাশ দেববর্মার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ওই অর্থে মন্দির চত্বরে বিভিন্ন নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ চলছে।

রবিবার সেবাশ্রমে গিয়ে চলমান উন্নয়নকাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। মন্দির চত্বর ঘুরে দেখার পাশাপাশি নির্মাণকাজের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন তিনি। কাজের গুণমান বজায় রাখা এবং নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণকাজ এগিয়ে যাচ্ছে কি না, তা নিয়েও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। পরিদর্শনের সময় সেবাশ্রমে কর্মরত বৈষ্ণবদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। ভবিষ্যতে সেবাশ্রমের আরও কী ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন এবং ভক্তদের জন্য কী কী সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে তাঁদের মতামত শোনেন। ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন মন্ত্রী।

বিকাশ দেববর্মা বলেন, ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় স্থানগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে শুধু স্থানীয় মানুষই নন, দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তরাও উপকৃত হবেন। পাশাপাশি এই ধরনের প্রতিষ্ঠান এলাকার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের কাছে আরও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বহন করে চলা এই সেবাশ্রমের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হলে ভক্তদের জন্য আরও অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। তাঁদের আশা, উন্নয়নের এই নতুন পর্বে 'গৌড় গোবিন্দ ভক্তি বিনোদ সেবাশ্রম' ধর্মীয় চর্চার পাশাপাশি বৈষ্ণব ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আরও বিকশিত হবে। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস ও রঞ্জিত সরকার, মণ্ডলের সম্পাদক মদন মোহন সাহা এবং খোয়াই জেলার সম্পাদক নির্মল সরকার।

স্বাধীনতা দিবসে ইসকনের অন্নদান কর্মসূচি

আগরতলা।১৬ আগস্ট।স্বাধীনতা দিবসে আগরতলার হরেকৃষ্ণ মন্দিরের মেগা অন্নদান- ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শনিবার আগরতলার প্রাণকেন্দ্র বটতলা এলাকায় ইসকন মন্দির দ্বারা অন্নদান কর্মসূচীটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে, ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দির আগরতলার বিভিন্ন জনবহুল এলাকা বা বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রম বা অনাথ আশ্রম, তাছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়মিতভাবে অন্নদান বা প্রসাদ বিতরণ করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরও স্বাধীনতার দিবসে রাজধানীর বটতলা এলাকায় অগণিত পথচারীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ইসকন এই প্রোগ্রামটিকে "ফুড ফর লাইফ" নামে পরিচালিত করে থাকে। স্বাধীনতা দিবসে প্রসাদ বিতরণের কর্মসূচীটি উপস্থিত জনগণের মধ্যে এক বিশেষ আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি করে। ইসকন কর্তৃপক্ষ আরো জানায় যে প্রতিনিয়ত এবং নিয়মিতভাবে তাদের এই প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচী আগরতলার বিভিন্ন স্থানে অব্যাহত থাকবে।

চড়িলামবাসীর হৃদয়ে আজও জিষ্ণু জন্মদিনে আবেগঘন আয়োজন

চড়িলাম, ১৬ আগস্ট: চড়িলামবাসীর হৃদয়ে এখনও বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছেন প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মণ। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার চড়িলাম বিধানসভার ব্রজপুর নাটমন্দিরে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এক হাজারেরও বেশি কর্মী-সমর্থক ও স্থানীয় মানুষ অংশ নেন।

জিষ্ণু দেববর্মণের জন্মদিন উপলক্ষে নাটমন্দির প্রাঙ্গণে কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশু-সহ বিভিন্ন বয়সের কয়েকশো মানুষ। মহারাষ্ট্রে অবস্থানরত জিষ্ণু দেববর্মণ হোয়াটসঅ্যাপ কলে অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে জন্মদিনের আয়োজন দেখেন এবং উপস্থিত মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তাঁকে ঘিরে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে অনুষ্ঠানে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

জন্মদিন উপলক্ষে চড়িলামবাসীর পক্ষ থেকে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ব্রজপুরের শিবমন্দিরে পূজা দেওয়া হয়।

মোমবাতি ও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে তাঁকে পুনরায় চড়িলামে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করেন অনেকে।

জিষ্ণু দেববর্মণ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্বে থাকা উপমুখ্যমন্ত্রী ও চড়িলামের বিধায়ক হিসেবে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময়ে চড়িলাম বিধানসভা এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি স্থানীয় মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেন। জাতি-জনজাতি নির্বিশেষে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল।

পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে চড়িলাম আসনে তিপ্রা মথার প্রার্থী জয়ী হন। বর্তমানে জিষ্ণু দেববর্মণ মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের দায়িত্বে রয়েছেন। তবে চড়িলামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখনও অটুট। জন্মদিনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ও আবেগেই তার প্রতিফলন দেখা যায়।

অনুষ্ঠানের শেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সমবেত ভোজনে অংশ নেন। জন্মদিনের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক জিষ্ণু দেববর্মণের প্রতি চড়িলামবাসীর দীর্ঘদিনের আবেগ ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

কৈলাসহরে মহকুমাভিত্তিক ৭৭তম বন মহোৎসব উদযাপন

কৈলাসহর, ১৮ আগস্ট: পরিবেশ ও বন সংরক্ষণের বার্তা সামনে রেখে কৈলাশহরে মহকুমাভিত্তিক ৭৭তম বন মহোৎসব উদযাপন করা হয়েছে। আজ শ্রীরামপুরস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ হলে বন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠান।

বন মহোৎসবকে কেন্দ্র করে গত সাত দিন ধরে কৈলাশহর বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই ধারাবাহিক কর্মসূচির সমাপ্তি দিনে অনুষ্ঠিত হয় আজকের এই উদযাপন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, মহকুমা শাসক শান্তিময় দেববর্মা, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, টিআইডিসি-র ডিরেক্টর পিন্টু ঘোষ, চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শম্পা দাস পাল, এসডিএফও শুভম দাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের গামছা, বাঁশের তৈরি মূর্তি ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর তুলসী গাছে জল অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে শিশুদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ফটোগ্রাফারদেরও পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অতিথি ও বন দপ্তরের কর্মীদের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি চারা গাছ রোপণ করা হয়। বন মহোৎসবের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা তুলে ধরা হয়।

ধর্মনগরে বিনামূল্যে মেগা হেলথ ক্যাম্প, উপকৃত বহু মানুষ

ধর্মনগর, ১৬ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা নিয়ে ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের বিনামূল্যে মেগা হেলথ ক্যাম্প। রবিবার ধর্মনগরের জেল রোডস্থিত ক্লাব কনসেনসাস প্রাঙ্গণে জন সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক ও ক্লাব কনসেনসাসের যৌথ উদ্যোগে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে এলাকার সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওযুধও বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

এদিন শিবিরে বিনামূল্যে ব্লাড সুগার, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, ক্যালসিয়াম ও হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রেও রোগীদের জন্য ৫০ শতাংশ বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাব কনসেনসাসের সভাপতি কালীপদ রায়-সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রতি বছরই ক্লাব কনসেনসাসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়। সেই সামাজিক উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় এবছর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার কথা মাথায় রেখে এই মেগা হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের বক্তব্য, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। স্বাস্থ্য শিবিরকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মূর্তিপ্রাঙ্গণ

গান্ধী বেদী এবং অ্যালবার্ট এক্কা পার্কের শহীদ বেদীতে রাজ্যপালের শ্রদ্ধা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ আগরতলায় মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে, গান্ধী বেদীতে এবং অ্যালবার্ট এক্কা পার্কের শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

আজ সকালে রাজ্যপাল প্রথমে আগরতলার সার্কিট হাউস সংলগ্ন মূর্তি প্রাঙ্গণে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধী বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর রাজ্যপাল আগরতলার লিচুবাগানস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা বীর শহীদদের সাহসিকতা, ত্যাগ ও উৎসর্গকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এবং এ দেশের এক বিশাল ও গতিশীল যুবসমাজ রয়েছে। তিনি দেশের যুবশক্তির বিপুল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী ভাবনায় "বিকশিত ভারত" গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। রাজ্যপাল বলেন, যুবসমাজই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং তাঁদের শক্তি, চিন্তাভাবনা, উদ্ভাবন ও দায়বদ্ধতা ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার যাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে। তিনি তরুণদের দেশপ্রেম, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার এবং সমাজ ও দেশের জন্য ইতিবাচক অবদান রাখার আহ্বান জানান। রাজ্যপালের এই কর্মসূচিগুলিতে কৃষি ও বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়াও রাজ্যপালের সচিব ইউ. কে. চাকমা এবং জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমন্তপুর চেকপোস্ট নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো খবরের সত্যতা যাচাই, যাত্রীদের দাবিঅভিযোগ ভিত্তিহীন

আগরতলা, ১৬ আগে: মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহৃত বড় ট্রলি ব্যাগকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন খবরের সত্যতা নিয়ে এবার সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, কিছু অসাধু চক্র সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক সমন্বিত চেকপোস্ট এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর ও ভুয়ো তথ্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে এদিন শ্রীমন্তপুর ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। সেখানে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়া বিভিন্ন যাত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা হয়।

ক্যামেরার সামনে যাত্রীরা স্পষ্টভাবে জানান, শ্রীমন্তপুর চেকপোস্টে কোনও ধরনের অবৈধ কারবার তাঁদের নজরে পড়েনি। সীমান্ত পারাপারের সময় বিএসএফ ও কাস্টমস আধিকারিকদের বিরুদ্ধে হয়রানির যে অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে, তাও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তাঁরা।

যাত্রীদের বক্তব্য, সীমান্ত পারাপারের ক্ষেত্রে বিএসএফ ও কাস্টমস আধিকারিকরা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁদের আচরণও সহযোগিতামূলক এবং সীমান্ত পারাপারের প্রক্রিয়া যথেষ্ট স্বচ্ছ বলেই দাবি যাত্রীদের। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে শ্রীমন্তপুর চেকপোস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে অফ-ক্যামেরায় তিনি জানান, চেকপোস্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিয়মকানুন অত্যন্ত কঠোর। কারও কাছে কোনও অনিয়ম বা অবৈধ কারবারের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কোনও খবর যাচাই না করে বিশ্বাস বা প্রচার না করার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে সীমান্ত এলাকার শান্তি, নিরাপত্তা ও ভাবমূর্তি বজায় রাখতে বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে সতর্ক থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছে।

মাছমারা কৃষ্ণটিলায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক বাজার শেডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

কুমারঘাট, ১৬ আগস্ট: পাবিয়াছড়া বিধানসভা এলাকার মাছমারা কৃষ্ণটিলার ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা অবশেষে পূরণ হতে চলেছে। এলাকায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক বাজার শেড নির্মাণের শুভ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন পাবিয়াছড়া বিধানসভার বিধায়ক ভগবান দাস।

আধুনিক বাজার শেড নির্মাণের ফলে এলাকার ব্যবসায়ীরা আরও উন্নত, নিরাপদ ও সুপরিকল্পিত পরিবেশে ব্যবসা করার সুযোগ পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে বাজার শেড নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। সেই দাবি পূরণের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে ঘিরে এলাকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। আধুনিক বাজার শেড নির্মাণ সম্পন্ন হলে মাছমারা কৃষ্ণটিলা এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে আরও গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিলোনিয়ায় এনএইচএম ইউনাইটেড ফোরাম-এর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ আগস্ট: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন -এর কর্মচারীদের সংগঠন এনএইচএম ইউনাইটেড ফোরাম, ত্রিপুরা -এর দক্ষিণ ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো ইন্টার‍্যাকটিভ ডিসকাশন মিটিং ও জেলা কমিটি ঘোষণা অনুষ্ঠান। রবিবার বিলোনিয়ায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-এর কনফারেন্স হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। তিনি এনএইচএম ইউনাইটেড ফোরাম -এর সার্বিক সাফল্য কামনা করে আগামী দিনে সংগঠনের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি দক্ষিণ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এনএইচএম কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

এদিন অনুষ্ঠানে এনএইচএম ইউনাইটেড ফোরাম , ত্রিপুরা-এর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কমিটি গঠন ও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। নতুন জেলা কমিটির মাধ্যমে জেলার এনএইচএম কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, ঐক্য ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করেন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানের অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিও সংগঠনের অঙ্গীকার রয়েছেএই কর্মসূচির মাধ্যমে সেই বার্তাই তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনএইচএম ইউনাইটেড ফোরাম, ত্রিপুরা -এর সভাপতি টারজান দেব, সাধারণ সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ইউনিটের সভাপতি শিমুল শীল এবং সম্পাদক দেবাশীষ মজুমদার-সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা। বক্তারা বলেন, রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এনএইচএম কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা আগামী দিনে দক্ষিণ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। "একসঙ্গে কাজ, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং মানুষের সেবাই হবে আগামী দিনের মূল লক্ষ্য" এই বার্তা সামনে রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মন্ত্রীর হাত ধরে মৃত অনন্ত দেববর্মার স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

বিশ্রামগঞ্জ,১৬ আগস্ট: খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে নেশামুক্ত রাখার বার্তা দিয়ে বিশ্রামগঞ্জে মৃত অনন্ত দেববর্মার স্মৃতিতে আয়োজিত নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়। রবিবার, ১৬ আগস্ট বিকেল ৩টায় বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত রংমালা এডিসি ভিলেজের সান্তারামপাড়া এলাকার চন্দ্রমোহন জেবি স্কুল মাঠে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এলাকার যুবক-যুবতীদের নেশা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে অনেক যুবক-যুবতী নেশার কবলে পড়ছেন। নেশা থেকে দূরে থাকতে খেলাধুলায় মনোনিবেশ করা অত্যন্ত জরুরি। যুবসমাজকে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী বিকাশ দেববর্মা, বিশ্রাম দেববর্মা, বিশ্রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ।এদিন উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় উজান ঘনিয়ামারা বনাম কলা বাড়ী। মৃত অনন্ত দেববর্মার স্মৃতিকে সামনে রেখে আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ বাধারঘাটে রাম নিবাস আশ্রমের জমি দখলের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি মন্দির কমিটির

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: দক্ষিণ বাধারঘাটের রাম নিবাস আশ্রমের জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে আশ্রমের জমির একটি বড় অংশ দখলের চেষ্টা এবং তা বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে মন্দির কমিটি। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছে তারা।

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগগুলি তুলে ধরা হয়। কমিটির দাবি, রাম নিবাস আশ্রমের জন্য মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ২২ কানি জমি প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে কাদম্বিনী দেবী মৃত্যুর আগে একটি ট্রাস্ট গঠন করে যান। আশ্রমের জমি যাতে কোনও অবস্থাতেই বিক্রি করা না যায়, সে বিষয়েও ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল বলে দাবি কমিটির।

তবে মন্দির কমিটির অভিযোগ, সম্প্রতি স্থানীয় কিছু ব্যক্তি আশ্রমের জমির একটি বড় অংশ টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন। পরবর্তীতে সামাজিক মাধ্যমে জমি বিক্রির উদ্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তাঁদের নজরে আসে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয় মন্দির কমিটির সদস্যদের মধ্যে।

ঘটনার পর মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানানো হয়। পাশাপাশি বিষয়টি স্থানীয় বিধায়িকাকেও অবগত করা হয়েছে। কমিটির দাবি, প্রশাসন অবিলম্বে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে আশ্রমের জমি রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তাঁরা বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন এবং আশ্রমের জমি রক্ষায় আইনি সহায়তা চাইবেন।

এদিকে, সাংবাদিক সম্মেলনে বাধারঘাট এলাকায় জমি সংক্রান্ত অনিয়ম ও দখলদারির অভিযোগ নিয়েও সরব হন মন্দির কমিটির সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, এলাকার কিছু অসাধু চক্রের বিরুদ্ধে জমি কেনাবেচায় প্রভাব বিস্তার এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। তবে এসব অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

মন্দির কমিটির দাবি, জমি সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। রাম নিবাস আশ্রমের জমি রক্ষায় প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেএমনটাই প্রত্যাশা তাঁদের।

স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায়

● **প্রথম পাতার পর** একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার যাত্রায় দেশের যুবসমাজের অবদান, আকাঙ্ক্ষা ও ভূমিকার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে শনিবার দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার প্রাচীর থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে দেশকে ছোট স্বপ্নে সীমাবদ্ধ না রেখে বড় লক্ষ্য নির্ধারণের আহ্বান জানান তিনি।

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ২১ বার তোপধ্বনি এবং হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। ভাষণের শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম’ ও তেরঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান দেওয়া সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আজ প্রতিটি হৃদস্পন্দনে বন্দে মাতরমের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আজ প্রতিটি ঘরে তেরঙ্গা।” স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করা মহান ব্যক্তিদের স্মরণ করে তিনি মহাত্মা গান্ধী-সহ সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শ্রদ্ধা জানান।

এবারের স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ তাৎপর্য তুলে ধরে মোদি বলেন, স্বাধীনতার পর এই প্রথম ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনিত হচ্ছে। জাতীয় সঙ্গীতটির ১৫০ বছর পূর্তির সঙ্গে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের যোগসূত্রের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

সাম্প্রতিক বন্যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতিও সংহতি প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। বন্যায় প্রাণ হারানোদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, বিপর্যস্ত মানুষের পাশে গোটা দেশ রয়েছে এবং তাঁদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দেশের উন্নয়নে বড় লক্ষ্য, সক্ষমতা ও দৃঢ় সংকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনও দেশ তার সক্ষমতা ও লক্ষ্য পূরণের শক্তিতেই মহান হয়ে ওঠে। তাই ছোট স্বপ্ন দেখলে চলবে না, বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। বড় স্বপ্নই উন্নয়নের গতি বাড়ায়। সংকল্প দৃঢ় হলে সম্ভাবনার নতুন পথ খুলে যায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মোদি বলেন, ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার বড় স্বপ্ন দেখেছে। স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তির সময় ১৪০ কোটি ভারতবাসীর অবদান, প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই লক্ষ্য পূরণ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, একটি দেশ কত বড় স্বপ্ন দেখছে, তার ওপর বিশ্বে সেই দেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তিও অনেকাংশে নির্ভর করে। ভারতের বড় স্বপ্নই বিশ্বকে ভারতের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে বাধ্য করবে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

লালকেল্লা থেকে এদিন প্রধানমন্ত্রীর টানা ১৩তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ। এর মাধ্যমে অ-কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে লালকেল্লা থেকে টানা স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছেন তিনি।

এবারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য পূরণে দেশের ‘যুব শক্তি’র ভূমিকা।

জাতীয় পতাকা

● **প্রথম পাতার পর** আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা বন্ধে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকার দাবি জানানো হয়।

তবে অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

মানিক সরকারের বিরুদ্ধে থানায়

● **প্রথম পাতার পর** তাঁদের অভিযোগ, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে, তা নষ্ট করার লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে। এমনকি ১৯৮০ সালে ত্রিপুরায় যে ভয়াবহ জাতি-জনজাতি সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, উসকানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, ত্রিপুরা একটি শান্তিপ্রিয় রাজ্য। রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে যাতে রাজ্যের সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তির পরিবেশ কোনওভাবেই নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এই কারণেই মানিক সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিম আগরতলা থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখে বক্তব্যের মধ্যে আইনভঙ্গ বা উসকানির কোনও উপাদান রয়েছে কি না, তা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাই তদন্ত করে দেখবে। অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপও প্রশাসনই গ্রহণ করবে।

সংসদে রাজ্যের ৫৭টি ইস্যু

● **প্রথম পাতার পর** সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব জানান, রাজ্যসভার সাংসদ এবং লোকসভার সাংসদ হিসেবে তাঁর মেয়াদকালে সাংসদ তহবিলের আওতায় মোট ১৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৮৬ টাকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন এমপিল্যাড থেকে ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৫২ টাকা এবং লোকসভার বরাদ্দ থেকে ১১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৩৪ টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্পগুলির সামগ্রিক বাস্তবায়নের হার ৭৭.১১ শতাংশ। তবে রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন তাঁর বরাদ্দের প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের হার ছিল ১০০ শতাংশ। এছাড়াও আরও ৯০ লক্ষ ৬ হাজার ৮৭৫ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং তার অর্থ বরাদ্দও হয়েছে। তবে সেই প্রকল্পের কাজ এখনও শুরু হয়নি বলে জানান তিনি। বিপ্লব দেব আরও জানান, তাঁর সাংসদ কোটার মাধ্যমে ত্রিপুরার ২৪ জন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। এর মোট পরিমাণ ৫৬ লক্ষ ৯০ হাজার ২৪৯ টাকা।

ত্রিপুরার বেহাল জাতীয় সড়ক পরিস্থিতিকে সংসদে উত্থাপিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বা এনএইচআইডিসিএল -এর মাধ্যমে ত্রিপুরার জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ২২ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে।

তবে ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার পর রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় সড়কের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি কিছু ঠিকাদার যথাযথভাবে কাজ সম্পন্ন না করায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিপ্লব দেব বলেন, যে ঠিকাদারদের কাজ দেওয়া হয়েছিল, এনএইচআইডিসি এল যদি তাঁদের কাজ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করত, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি হয়তো তৈরি হতো না।

তিনি জানান, জাতীয় সড়কের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা তাঁর দলবল নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এরপর তিনিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে এবং এনএইচআইডিসি -এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ করেছেন।তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে কয়েকটি সড়কের কাজ নতুন ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যেসব অংশে জরুরি ভিত্তিতে কাজ প্রয়োজন, সেগুলিতে এনএইচআইডিসি।-এর তত্ত্বাবধানে আরআইটিইএস -এর মাধ্যমে অস্থায়ী ও জরুরি সংস্কারের কাজ চলছে। বিপ্লব দেব জানান, এনএইচআইডিসি-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ত্রিপুরায় এসে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন এবং প্রায় সাত দিন ধরে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন। বর্ষার সময় পুরোপুরি বিটুমিনের কাজ করা সম্ভব না হলে পাথরের চিপস ব্যবহার এবং রোলিংয়ের মতো অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাস্তা চলাচলযোগ্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও জানান, কাজের ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগে কয়েকজন ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোথাও ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, কোথাও জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং কোথাও বিল আটকে দেওয়া হয়েছে।তবে তাঁর বক্তব্য, ঠিকাদারদের শাস্তি দেওয়াই মূল বিষয় নয়। মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ত্রিপুরার মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা।রাজ্যের বৃষ্টিপ্রবণ আবহাওয়া এবং মাটির প্রকৃতি বিবেচনা করে ত্রিপুরায় বিটুমিনের পরিবর্তে কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর বক্তব্য, বারবার রাস্তা তৈরি করে নষ্ট হয়ে গেলে নতুন করে টেন্ডার করতে হয়। ফলে ১০০ টাকা খরচের জায়গায় শেষ পর্যন্ত ২০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন। ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত পাথরের উৎস না থাকায় অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের তুলনায় রাস্তা নির্মাণের খরচ বেশি হয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।তাঁর মতে, কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণে খরচ প্রায় দেড়গুণ হলেও তা দীর্ঘদিন টেকসই হতে পারে। এক্ষেত্রে উদয়পুর-অমরপুর সড়কে পরীক্ষামূলকভাবে কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব দেন তিনি।এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে কংক্রিটের রাস্তার কার্যকারিতা যাচাই করা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি।সাংসদ বলেন, কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণে প্রাথমিকভাবে খরচ দেড়গুণ পর্যন্ত বেশি হলেও তা অন্তত ১০ বছর পর্যন্ত টেকসই হতে পারে। বর্তমানে ঠিকাদারদের তৈরি রাস্তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফের নতুন করে টেন্ডার করতে হচ্ছে। ফলে একই রাস্তায় বারবার অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

বিপ্লব দেব আরও বলেন, উত্তর-পূর্বের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত পাথর না থাকায় নির্মাণকাজের ব্যয়ও তুলনামূলক বেশি। এনএইচআইডিসি-এর কাজের গতি নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্রুত সড়ক উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই এই সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। সেই সংস্থা যদি নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তাহলে প্রয়োজনে এনএইচআইডিসি বন্ধ করে দেওয়ার কথাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন।

ত্রিপুরার পর্যটন উন্নয়ন নিয়েও একাধিক প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। দত্তেশ্বরী কালীবাড়ি, বিলোনিয়ার কালীবাড়ি এবং জোলাইবাড়ির কালীবাড়িকে কেন্দ্র করে তিনটি পর্যটন প্রকল্পের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা পাওয়ার আশা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

এছাড়াও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জিরানিয়া-মজলিশপুর এলাকায় প্রায় ১৪০ কোটি টাকার একটি পর্যটন প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছেন। সেই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং শীঘ্রই অনুমোদন পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন তিনি।দক্ষিণ ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করেও আরও একটি পর্যটন প্রকল্পের প্রস্তাব নিয়ে কাজ চলছে বলে জানান সাংসদ।

উনকোটি পর্যটন ও ঐতিহ্যবাহী স্থানের উন্নয়ন নিয়েও বক্তব্য রাখেন বিপ্লব দেব। তাঁর দাবি, উনকোটির জন্য কেন্দ্র ইতিমধ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে এবং কিছু কাজও চলছে। তবে শুধুমাত্র মূর্তি পরিষ্কার ও পালিশ করলেই উনকোটির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

উনকোটিতে সীমানা প্রাচীর, ক্যাফেটেরিয়া, শৌচাগার, যাতায়াতের রাস্তার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের সামগ্রিক সংরক্ষণের উপর জোর দেন তিনি। তাঁর মতে, উনকোটির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন।

এবারের সংসদ অধিবেশনের আইন প্রণয়নের বিষয়টিও তুলে ধরেন বিপ্লব দেব। বিরোধীদের প্রতিবাদের মধ্যেও চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস হয়েছে বলে জানান তিনি।কেরলের নাম মালয়ালম ভাষায় ‘কেরলম’ ব্যবহারের প্রস্তাব, সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে মামলার জট কমানোর উদ্যোগ, সমবায় সংক্রান্ত একটি বিল এবং খনি ও খনিজ সংক্রান্ত আইন নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রকের অনুদানের দাবিও সংসদে অনুমোদিত হয়েছে বলে জানান তিনি।বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন বা এফসিআরএ সংশোধনী নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর অভিযোগ, অনেকেই আইনটির বিধান না পড়েই এর বিরোধিতা করছেন। তিনি বলেন, বিদেশি অর্থ গ্রহণকারী সংগঠনগুলিকে অর্থের উৎস সম্পর্কে স্বচ্ছ তথ্য দিতে হবে। বিদেশি অনুদানের ব্যবহার এবং অর্থের উৎস সম্পর্কে জবাবদিহি থাকা প্রয়োজন বলেও দাবি করেন তিনি।বিপ্লব দেবের দাবি, সংশোধিত আইনে কিছু ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে আগের তুলনায় কারাদণ্ড ও জরিমানার মাত্রা কমানো হয়েছে। একইসঙ্গে বিদেশি অর্থের প্রবাহ ও ব্যবহার যাতে স্বচ্ছ থাকে, সে বিষয়েও আইনি কাঠামো বজায় রাখা হয়েছে।বিদেশি অর্থে পরিচালিত কিছু সংগঠন ও আন্দোলন অতীতে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী পরিস্থিতি তৈরি করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তবে বিদেশি অনুদান গ্রহণকারী সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করাই এফসিআরএ -র মূল উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে ত্রিপুরার রাস্তা, পর্যটন এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়গুলি কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, কাজের ফলাফল ভালো হোক বা খারাপতা সাধারণ মানুষের চোখের সামনে রয়েছে। সেই কাজের ত্রুটি সংশোধন করে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব। ত্রিপুরার বেহাল রাস্তা দ্রুত মেরামত এবং সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা ও তিনি একসঙ্গে কাজ করে যাবেন বলেও জানান সাংসদ।

স্বাধীনতা দিবসে আসাম রাইফেলস

● **প্রথম পাতার পর** কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ জুডোতে দেশের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জয় করে সমগ্র রাজ্য ও দেশকে গর্বিত করেছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পের আওতায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬ হাজার ৬০০ কৃষককে মোট ৪৩৮ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনার অধীনে ৩০ হাজার ৪১৪ জন সুবিধাভোগীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাণীপালক সম্মাননিধির আওতায় ৫ হাজার প্রাণীপালককে সম্মানিত করা হয়েছে। প্রাণীপালকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাণী বীমা কর্মসূচিতে রাজ্যের ২১ হাজার ৩১১টি প্রাণীকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। মৎস্যচাষিদের সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৬৫৯ জন মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের গ্রুপ এক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। বিশ্বের আগর বাজারে রাজ্যের অবস্থান মজবুত করতে আগরতলায় আগর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এবং কদমতলায় ইন্টিগ্রেটেড আগরউড ক্লাস্টার স্থাপন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার পর্যটন সম্ভাবনাকে আরও বিকশিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদয়পুরের বনদুয়ারে ৫১ শক্তিপীঠের অবিকল প্রতিরূপ স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় কসবা কালীবাড়ি, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, কৈলাসহরের সোনামুখী এলাকা, ছবিমুড়া, অমরসাগর ও ফটিকসাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের কাজ চলছে। আগরতলার পুষ্পবন্ত প্যালেসে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। মাতাবাড়ি ট্যুরিজম সার্কিটের আওতায় উদয়পুরের অমর সাগর এবং নারকেলকুঞ্জে জোড়া দ্বীপের উন্নয়ন, কল্যাণ সাগরের উন্নয়ন, জলকেন্দ্রিক পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মাতাবাড়িতে মাল্টিলেভেল কার পার্কিং-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মেডিক্যাল এডুকেশন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও স্পেশালাইজড মেডিক্যাল পরিষেবার উন্নয়নে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজকর্ম আরও সুচারুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৯টি কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খোয়াই ও সিপাহীজলার নতুন জেলা হাসপাতাল এবং জিরানীয়া, মোহনপুর ও উদয়পুরের মহকুমা হাসপাতাল নির্মাণের কাজ চলছে। আগরতলার জ্যাকসন গেট এলাকায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সিভিল হাসপাতাল চালু হয়েছে। এই হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন ওপিডি পরিষেবার সুবিধাও রয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে ৫ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি সুবিধাভোগী ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন এবং তাদের চিকিৎসায় ৩০৭ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়েছে। আগরতলায় ত্রিপুরা সরকারি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ এবং নেতাজি সুভাষ হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল এবং উদয়পুরে ত্রিপুরা সরকারি আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২৫টি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩০৯টি বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে নলছড় গভর্নমেন্ট উইমেন্স ডিগ্রি কলেজের পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। উইমেন্স কলেজকে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১২ হাজারেরও বেশি যুবক যুবতীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে ২ হাজার ২০০ জন চাকরি লাভ করেছেন। গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনের মাধ্যমে প্রায় ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার গ্রামীণ মহিলাকে ৫৫ হাজার ৬৯৩ টি স্বসহায়ক দলের আওতায় সংগঠিত করা হয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলিকে আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলতে ৮৩৭ কোটি টাকার কমিউনিটি ফান্ড এবং ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে একটি শক্তিশালী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে হাপানিয়ায় টি-নেস্ট বা ত্রিপুরা নারচারিং এনট্রাপ্রেনারশিপ এন্ড স্টার্ট আপস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আইটি, আইটিইএস ও ডেটা সেন্টারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ত্রিপুরা আইটি এবং ডেটা ইকোসিস্টেম জোন-এর প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আইটি পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে আমরুত ২.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ও হিমালয়ান রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রুখিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কম্বাইন্ড-সাইকেল প্ল্যান্টে উন্নীত করা হচ্ছে। দূরবর্তী এলাকার জনজাতি পরিবারগুলির বিদ্যুতায়নের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি, পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার আওতায় ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং সেচের জন্য সৌরচালিত পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যের সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে আগরতলা-চূড়াইবাড়ি এবং আগরতলা-উদয়পুর জাতীয় সড়ককে চার লেনে উন্নীত করার প্রস্তুতিমূলক কাজ এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের মোট ২ লক্ষ ৫৫ হাজার হেক্টর কৃষিযোগ্য জমির মধ্যে ১ লক্ষ ২৪ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। গত বছরে আরও অতিরিক্ত ১,৪৮৪ হেক্টর কৃষিযোগ্য জমিকে জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যের ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার গ্রামীণ পরিবারকে পানীয়জলের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার গত বছর কৃষকদের কাছ থেকে প্রায় ৫২ হাজার ২৩৮ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছে। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় ১ লক্ষ ৫৭হাজার মেট্রিক টন চাল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। গত বছর রাজ্যে গুরুতর অপরাধের সংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। নেশামুক্ত অভিযানের আওতায় মাদকবিরোধী অভিযানের ফলে রেকর্ড পরিমাণ নেশা জাতীয় দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম (ইআরএসএস)-এর মাধ্যমে পুলিশ আগরতলায় গড়ে ৮ মিনিট এবং অন্যান্য এলাকায় ১৪ মিনিটের রেসপন্স টাইম বজায় রেখেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে উদয়পুরে সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ, ধর্মনগরে একটি ইনডোর হল, তেলিয়ামুড়ায় একটি ইনডোর হল, এনএসআরসিসি আগরতলায় একটি বাস্কেটবল কোর্ট, খোয়াইয়ে একটি টেনিস কোর্ট এবং রাজ্যজুড়ে ২০টি ওপেন জিম স্থাপন করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গন ক্রীড়াবিদদের প্রতিভা তুলে ধরতে ও তাদের উৎসাহিত করতে আমরা সফলভাবে তৃতীয় প্যারা গেমসের আয়োজন করেছি। ঐতিহাসিক চতুর্পাক্ষিক চুক্তির আওতায় রাজ্যের চারটি জেলার ১২টি স্থানে ৬ হাজার ৯৩৫টি ব্রু পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। ব্রু পরিবারের প্রায় ৬ হাজার যুবক যুবতীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পেশাগত কোর্সে অধ্যয়নরত ৯২৯ জন তপশিলি জাতি ছাত্রছাত্রীকে ৫০ হাজার টাকার এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১০০টি এসটি হোস্টেলে স্মার্ট ক্লাসের সুবিধা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে বর্তমানে ১২টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় (ইএমআরএস) চালু রয়েছে। জুম চাষের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলির জীবিকা ও আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জুম চাষ সাহায্য প্রকল্পের আওতায় ৬ হাজার ৭০০- এর বেশি জুমিয়া পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। রাবার চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের মাধ্যমে ২৯ হাজার পরিবার উপকৃত হয়েছে। পিএম-জনমন কর্মসূচির আওতায় ১৭ হাজার পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি নির্মাণ, ১১ হাজারের বেশি পরিবারের বিদ্যুতায়ন, ৩০টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, ২২৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ৩২টি হোস্টেল স্থাপন এবং প্রত্যন্ত জনবসতিতে সড়ক ও মোবাইল সংযোগ প্রদানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে ১০২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ইংরেজি মাধ্যম মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উন্নীত করা হয়েছে। ১০টি ওয়ার্কিং উইমেন হোস্টেল নির্মাণাধীন রয়েছে, পাশাপাশি চারটি সখী নিবাস হোস্টেল চালু রয়েছে। ৩ লক্ষ ৮৭ হাজারেরও বেশি যোগ্য সুবিধাভোগীকে সামাজিক সুরক্ষা ভাতার আওতায় আনা হয়েছে।

ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর** সদস্যরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই খবর দেওয়া হয় বাইখোড়া থানায়।

খবর পেয়ে বাইখোড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বাড়িতে সাইকেল নিয়ে অভিমান থেকে ওই নাবালিকা এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাইখোড়া থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

১৩ বছরের কিশোরীর আকস্মিক মৃত্যুতে আনন্দ বৈদ্যপাড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মহিলা চিকিৎসকের বাড়িতে

● **প্রথম পাতার পর** দেবনাথ ও অপু দেবনাথ তাঁদের পরিবারের উপর বিভিন্নভাবে হামলা ও হেনস্তা চালিয়ে আসছেন। প্রায় এক বছর আগেও বাড়িতে একা থাকার সময় বিশ্বজিৎ দেবনাথ তাঁর উপর হামলা চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন গীতা সেন।

অভিযোগ, শনিবার রাতে ফের মদ্যপ অবস্থায় দুই ভাই বাড়িতে এসে প্রথমে গেট ভাঙচুর করেন। এরপর বাড়ির ভিতরে ঢুকে গীতা সেন, তাঁর স্বামী এবং ছেলেকে হেনস্তা ও মারধর করা হয়। গীতা সেনের পোশাক, চশমা ও গলার হার টেনে ছিঁড়ে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি অভিযুক্তরা নিজেদের শাসকদলের সমর্থক বলে দাবি করে কেউ তাঁদের কিছু করতে পারবে না বলেও হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ আক্রান্ত পরিবারের।

ঘটনার পর ইতিমধ্যেই বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও অপু দেবনাথের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত পক্ষের তরফেও পাল্টা অভিযোগ নিয়ে থানায় যাওয়ার খবর মিলেছে।

এদিকে রবিবার সকালে প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আক্রান্ত মৃণাল সেনের বাড়িতে যায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, ঘটনাস্থল থেকে কলাছড়ি পুলিশ ফাঁড়ির দূরত্ব খুব বেশি নয়। ফলে পুলিশের উপস্থিতির কাছাকাছি এলাকায় এমন ঘটনার অভিযোগ ঘিরেও প্রশ্ন উঠছে। গোটা ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখন অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ও প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে আক্রান্ত পরিবার ও এলাকাবাসী।

পুরস্কৃত পুলিশ আধিকারিকরা

● **প্রথম পাতার পর** পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির কনস্টেবল উত্তম দেবনাথ এবং উত্তর জেলার কনস্টেবল হেমেন্দ্র চন্দ্র নাথ। মুখ্যমন্ত্রী তাদের পুরস্কৃত করেন।

কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী দক্ষতা পদক পেয়েছেন সাব ইন্সপেক্টর ঝুটন জমাতিয়া। গতবছর নয়াদিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের শিবিরে অংশগ্রহণ করার জন্য এনসিসির ১৩ নং ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়নের সিনিয়র আন্ডার অফিসার সালকা দেববর্মা, ১৫ নং ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ন এনসিসির সিনিয়র আন্ডার অফিসার জয়দীপ সাহা, এনসিসি ১৩ নং ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়নের আন্ডার অফিসার সাগরিকা মজুমদার, এনসিসির ১৫ নং ব্যাটেলিয়নের আন্ডার অফিসার কৃষ্ণ বৈষ্ণব, এনসিসির ১৩ নং ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়নের ক্যাডেট শহিত দেববর্মা, এনসিসি ১৫ নং ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়নের ক্যাডেট আকাশ জমাতিয়াকে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে শংসাপত্র ও পদক তুলে দেন। আজ এই অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে যেসব পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। পদক প্রাপকদের ২০২৭ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে শংসাপত্র ও পদক দেওয়া হবে।

১০.২১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার গ্রেপ্তার যুবক

● **আটের পাতার পর** ১০.২১৫ কেজি। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর অভিযুক্ত ইমান হোসেনকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাঁজা পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অবশেষে চেবরী বাজার থেকে

● **আটের পাতার পর** প্রাথমিকভাবে প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

পরবর্তীতে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য চেবরী এলাকার এক সাংবাদিক উদ্যোগ নেন। তাঁর লাগাতার প্রচেষ্টার পর প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। রবিবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তবে অসুস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতা চাইতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে দমকল দফতর ও অ্যাম্বুলেন্স কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

যদিও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের উদ্যোগে ওই অসুস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে। এখন তাঁর চিকিৎসা ও পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য প্রশাসন কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর স্থানীয়দের।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলাস

● **আটের পাতার পর** পরিবেশনা ছিলো অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবেশনান অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে নানা উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এতে অনুষ্ঠানের আনন্দ ও উৎসবের আবহ আরও বৃদ্ধি পায়। পরে সকলের অংশগ্রহণে একসঙ্গে মিষ্টি মুখের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয়।

এছাড়াও, ‘স্বর্ণগ্রাম’ এবং ‘স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়’-এর উন্নয়নমূলক কাজের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর পক্ষ থেকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার একটি চেক পর্যায়ক্রমিক আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়।

মুম্বই থেকে আগত বিখ্যাত ডিজাইনার শ্রী অমিত পোড়ওয়াল অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী, তাঁদের অভিভাবক এবং ‘স্বর্ণগ্রাম’-এর অন্যান্য গ্রামবাসীদের চোখেমুখে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছিল। “আমি ‘স্বর্ণগ্রাম’-এ এসে সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর এই অসাধারণ উদ্যোগের অংশ হতে পেরে এবং দেশের এই প্রত্যন্ত প্রান্তে এমন একটি স্মরণীয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সাক্ষী হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত,” বলেন শ্রী অমিত পোড়ওয়াল। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর শ্রী রূপক সাহা বলেন, “‘স্বর্ণগ্রাম’ আমাদের কাছে অত্যন্ত বিশেষ একটি প্রকল্প। আজ থেকে সতেরো বছর আগে এটি একটি স্বপ্ন হিসেবে শুরু হয়েছিল। আজ সেই স্বপ্ন অনেকটাই বাস্তবে রূপ পেয়েছেএর জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলির পৃষ্ঠপোষকতা, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমের সহযোগিতা, আমাদের সহযোগীদের অবদান এবং সর্বোপরি ‘স্বর্ণগ্রাম’-এর মানুষের সাড়া ও আমাদের বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী এবং বিশেষ করে সংবাদমাধ্যমের উৎসাহের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ‘স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়’-এর বার্ষিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ‘হ্যাপি ইন্ডিপেনডেন্স ডে’-এর মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলি উদযাপন করা এই আদর্শ গ্রামে যুবশক্তির বিকাশের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।”

স্বাধীনতা দিবসের এই উদযাপন ‘স্বর্ণগ্রাম’-এর ছাত্রছাত্রী, পরিবার ও গ্রামবাসীদের একত্রিত করে জাতীয় গৌরব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। একইসঙ্গে এটি ‘স্বর্ণগ্রাম’ ও তার তরুণ প্রজন্মের উন্নয়নে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর অব্যাহত অঙ্গীকারকেও পুনর্ব্যক্ত করে।

ক্রীড়াঙ্গন

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট এলিট গ্রুপে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে জয়ী বিশালগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেটের এলিট গ্রুপের ৫০ ওভারের প্রতিযোগিতায় ৩৩ রানে জয় তুলে নিয়েছে বিশালগড়। কমলপুর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এই ম্যাচের অষ্টম আসরে মুখোমুখি হয় তেলিয়ামুড়া ও বিশালগড়। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড়ের ধারালো বোলিংয়ের মুখে পড়ে ৩৫.৫ ওভারে ১১৯ রানেই গুটিয়ে যায় তেলিয়ামুড়ার ইনিংস। তেলিয়ামুড়ার পক্ষে শুভম ঘোষ একা লড়াই চালিয়ে ৭৬ বলে ৫টি চার ও ৪টি দর্শনীয় ছক্কার সাহায্যে লড়াকু ৬৪ রানের ইনিংস উপহার দেন। বিশালগড়ের বোলারদের মধ্যে অমিত আলী ২১ রানে ৩টি, সুজিত ঋষিদাস ২৮ রানে ২টি এবং পারভেজ সুলতান চমৎকার বোলিং নিয়ন্ত্রণে রেখে মাত্র ৮ রান খরচ করে ২টি উইকেট নেন।

১২০ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২০.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৮২ রান তোলে বিশালগড়। দলের পক্ষে সাহিল সুলতান ৫৩ বলে ৩টি বাউন্ডারিসহ মূল্যবান ৩০ রান এবং বাবুল দে ২২ রান সংগ্রহ করেন। এই সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামলে খেলা আর চালু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে সংশোধিত নিয়ম পদ্ধতিতে ২০.৩ ওভারে নতুন জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৫০ রান।

সেই অনুযায়ী ৩৩ রানের ব্যবধানে জয়ী ঘোষিত হয় বিশালগড়। পুরো ইনিংসে মাত্র ৮ রানে ২টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের রানের চাকা অচল করে দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ পারভেজ সুলতানের হাতেই ওঠে "প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ"-এর খেতাব।

লংতরাই ভ্যালিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খোয়াই, অলরাউন্ড শুভজিৎ পাল সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টে দারুণ জয় তুলে নিয়েছে খোয়াই। নীপকো গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে লংতরাই ভ্যালিকে ৫ রানে (ডিএলএস/সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী) পরাজিত করে তারা। বৃষ্টি বা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে প্রথমে ওভার কমিয়ে ৪৬ করা হয়, যেখানে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ৮ উইকেটে ২২৪ রানের বড় স্কোর গড়ে। খোয়াইয়ের পক্ষে শুভজিৎ শংকর পাল ৮০ বলে ১০টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে বিধ্বংসী ৮০ রানের ইনিংস খেলেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে ৬৯ বলে ৭টি বাউন্ডারিতে ৪২ রান করেন শুভজিৎ সুজিত পাল। লংতরাই ভ্যালির বোলার নীরব চাকমা ৩৮ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন।

পরবর্তী সময়ে ম্যাচের দৈর্ঘ্য আরও কমিয়ে ২৩ ওভারে আনা হয় এবং ডিএলএস পদ্ধতিতে লংতরাই ভ্যালির সামনে জয়ের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১১৩ রান। এই রান তাড়া করতে নেমে খোয়াইয়ের ধারালো বোলিংয়ের মুখে পড়ে ২২.৩ ওভারে ১০৭ রানেই গুটিয়ে যায় লংতরাই ভ্যালির ইনিংস। দলের পক্ষে দিপাঞ্জন দাস ৩১ বলে ৩টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে সর্বাধিক ৩২ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। খোয়াইয়ের ইমন দাস ১৪ রানে ২টি উইকেট নেন। তবে অলরাউন্ড নৈপুণ্যে উজ্জ্বল ছিলেন শুভজিৎ সুজিত পাল, যিনি ব্যাট হাতে ৪২ রান করার পর বোলিংয়ে মাত্র ১৫ রান খরচ করে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট ঝুলিতে পুরেন। এই দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে তিনি 'প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ'-এর পুরস্কার ছিনিয়ে নেন।

হরমনপ্রীতের জোড়া গোল, হকি বিশ্বকাপে ওয়েলসকে হারিয়ে অভিযান শুরু ভারতের

হকি বিশ্বকাপ জয় দিয়েই শুরু করল ভারত। শনিবার নেদারল্যান্ডসের আমস্টেলভিনে ওয়েলসে তারা হারাল ৩-১ গোলে। জোড়া গোল হরমনপ্রীত সিংহের। অপর গোলটি সঞ্জয়ের। তিনটি গোলই হয়েছে পেনাল্টি কর্নার থেকে।

অতীতে পাঁচ বারের সাক্ষাতে চার বারই ওয়েলসকে হারিয়েছে ভারত। একটি ম্যাচ ড্র হয়েছিল। তবে এ দিনের ম্যাচে ওয়েলসই শুরুটা ভাল করেছিল। প্রথম কয়েক মিনিটেই গোটা দুয়েক আগ্রাসন দেখা যায় তাদের। ভারতের গোলকিপার সুরজ কারকেরা ওয়েলসের সব আক্রমণই রুখে দেন।

তবে ৯ মিনিটেই গোল করে ভারত। পেনাল্টি কর্নার পেয়ে প্রথম প্রয়াসে গোল করতে পারেননি সঞ্জয়। দ্বিতীয় প্রয়াসে গোল করেন। ওয়েলস গোলকিপারের পায়ের নীচ দিয়ে বল গোলে ঢুকে যায়। দু'মিনিট পরে আবার গোল করে ভারত। এ বার গোল করেন হরমনপ্রীত। বিপক্ষের গোলকিপার বা ডিফেন্ডারদের কোনও সুযোগ দেননি তিনি।

দ্বিতীয় কোয়ার্টার থেকে আরও দাপটের সঙ্গে খেলতে শুরু করে ভারত। একটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। চতুর্থ মিনিটেই একটি সুযোগ পেয়েছিল ওয়েলস। স্ট্রাইকার প্রিচার্ড সামনে একা পেয়েছিলেন গোলকিপার। তাঁকে কাটিয়ে নিলেও শট লাগে পোস্টে। শেষের দিকে ভারতও একটি সুযোগ নষ্ট করে। বাঁ প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তে বল পেয়েছিলেন রাজিন্দর। শট নিলেও তা গোলের বাইরে যায়। তৃতীয় কোয়ার্টারে আবার ওয়েলসের খেলায় ছন্দ ফরে আসে। তারা বেশ কয়েক বার ভারতের বক্সে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ভারতের রক্ষণ এতটাই জমাট ছিল যে তারা দাঁত ফোটাতে পারছিল না। শেষের দিকে আরও একটি গোল করেন হরমনপ্রীত। এ বারও পেনাল্টি কর্নার থেকে সরাসরি বল জালে জড়িয়ে দেন।

চতুর্থ কোয়ার্টারের মাঝামাঝি কারকেরা একটি দারুণ সেভ করেন। পেনাল্টি কর্নার থেকে ওয়েলসের গ্যারেথ ফারলংয়ের শট বাঁচিয়ে দেন। তবে গোল খাওয়া আটকাতে পারেনি ভারত। চতুর্থ কোয়ার্টারের ১১ মিনিটের মাথায় ওয়েলস একটি গোল দেয়। গোলের সামনে জটলা থেকে বল কেড়ে গোল করেন ওয়েলসের স্যাম ওয়েলশ।

ভারত সরে দাঁড়াতেই খুলে গেল ভাগ্যের দরজা ! আশিয়ান কাপ খেলবে বাংলাদেশ

ভারত সরে দাঁড়াতেই খুলে গেল ভাগ্যের দরজা! প্রথম ফিফা আশিয়ান কাপে এবার বাংলাদেশের খেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল আগেই। আশিয়ান কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছিল, সুযোগ তৈরি হলে বাংলাদেশের কথা যেন ভাবা হয়। ভারত টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করতেই সেই সুযোগ এল। বাংলাদেশ পেল আমন্ত্রণ।

কলকাতায় ব্রাজিল ম্যাচের জন্য আশিয়ান কাপে যাবে না ভারতীয় দল। গত বৃহস্পতিবার এআইএফএফের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ জানান, একই সময়ে দু'টি প্রতিযোগিতায় দল নামানো সম্ভব নয় বলেই এই সিদ্ধান্ত। তাঁরা ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহী। সেই কারণেই আশিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারত। ৩ অক্টোবর কলকাতায় ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোয় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। একই সঙ্গে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ায় আশিয়ান কাপে অংশ নেওয়ার কথা ছিল ব্লু টাইগার্সদের। দু'টি ক্ষেত্রে সূচি মিলে যাওয়ায় এহেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইএফএফ। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

আমন্ত্রণ আসার পর আর দেরি করেনি বাংলাদেশ ফেডারেশন। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের জাতীয় দল কমিটি (এনটিসি) এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। এই বিষয়ে একটি অনলাইন বৈঠক ডেকেছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি তাবিথ আউয়াল। সেখানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়, আশিয়ান কাপে খেলবে বাংলাদেশ। অর্থাৎ সেপ্টেম্বর উইন্ডোয় হামজা চৌধুরীদের জন্য ফিফা ফ্রেন্ডলি আয়োজনের যে পরিকল্পনা চলছিল, আপাতত তাতে ইতি টানতে হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বৈঠকে আলোচনার বিষয়ও ছিল একটিই। চার জাতি টুর্নামেন্ট আয়োজন, নাকি আশিয়ান কাপে অংশগ্রহণ? সকলেই আশিয়ানে খেলার ব্যাপারে মত দেন। এনটিসি সদস্য সৈয়দ হাসান কানন বলেন, "একটি অ্যাজেন্ডা নিয়েই অনলাইন সভা হয়েছিল। সবাই আশিয়ান কাপে খেলার পক্ষে মত দিয়েছেন।"

২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর, ফিফার এই আন্তর্জাতিক উইন্ডোয় হওয়ার কথা আশিয়ান কাপ। আমন্ত্রিত দল হিসেবে ভারতকে রাখা হয়েছিল ডিভিশন ওয়ানের গ্রুপ 'এ'-তে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে রাখা হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরকে। ভারতের জায়গায় বাংলাদেশ ঢুকলে সেই গ্রুপই বহাল থাকবে, নাকি নতুন করে গ্রুপ বিন্যাস হবে, এখন সেটাই দেখার। 'বি' গ্রুপে রয়েছে ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও ফিলিপিন্স। এই টুর্নামেন্টে পাকিস্তানেরও জায়গা হয়েছে শেষ মুহূর্তে। চিন নাম প্রত্যাহার করায় তাদের সুযোগ আসে। দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুরুতে অতিথি দল হিসাবে শুধু ভারতকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আশিয়ান। কিন্তু ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ থাকায় শেষ পর্যন্ত নাম সরিয়ে নেয় 'মেন ইন ব্লু'।

নির্বাচকদের বার্তার বিরুদ্ধে গিয়ে রোহিতকে প্রকাশ্যে সমর্থন ! বোর্ড সচিবের কাজে বিরক্ত আগরকরেরা, ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন বিতর্ক

বোর্ডকর্তাদের সঙ্গে কি যোগাযোগ নেই নির্বাচকদের? রোহিত শর্মার এক দিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই মেরুতে নির্বাচক কমিটি ও বোর্ড। তাই নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকীয়ার কাজে ক্ষুব্ধ অজিত আগরকরেরা।০০:০১

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ চলাকালীন নির্বাচকেরা রোহিতকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের দলে তাঁকে দেখছেন না নির্বাচকেরা। কিন্তু তার পরেই শইকীয়া প্রকাশ্যে জানান, রোহিতের অবসরের কোনও সম্ভাবনা নেই। তিনি এখনও খেলবেন। তার পরেই তৃতীয় ম্যাচে শতরান করেন রোহিত।

যে ভাবে নির্বাচকদের বার্তার পরেও সচিব সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছেন, তাতে বিরক্ত আগরকরেরা। তাঁদের মতে, এই ঘটনায় বোর্ডের অন্দরের ছবিটা ভাল দেখাচ্ছে না। বোর্ডের অন্দরের এই তিক্ততা প্রকাশ্যে এলে ভারতীয় ক্রিকেটের ছবি খারাপ হবে বলে তাঁদের মত।

এই পরিস্থিতিতে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, ভিভিএস লক্ষ্মণকে ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট করা হতে পারে। কোচ, নির্বাচক ও অধিনায়কদের দিকে তাঁর নজর থাকবে।

যাতে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ ঠিক থাকে, সেটা তিনি দেখবেন। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম এক দিনের ম্যাচের পরই অজিত আগরকরেরা স্পষ্ট করে রোহিতকে জানিয়ে দেন, তাঁকে আর ভারতীয় দলের জন্য ভাবা হবে না। ইংল্যান্ড সিরিজই শেষ। কোচ গৌতম গম্ভীরের উপস্থিতিতেই বার্তা দেওয়া হয়েছিল রোহিতকে। আকস্মিক এমন বার্তা অপমানিত রোহিত যোগাযোগ করেন বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে। প্রথমে বোর্ডকর্তাদের একাংশও বিশেষ আমল দেননি। কিন্তু বিতর্ক তৈরি হতেই নড়েচড়ে বসেন বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তারা।

শইকীয়া নিজে রোহিতের অবসর নিয়ে তৈরি হওয়া জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, "রোহিতের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে নানা জল্পনা চলছে। আমি নিশ্চিত করে বলছি, লর্ডসে রোহিত শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে এমন কোনও আলোচনা আমাদের মধ্যে হয়নি। ভারতের এক দিনের দলের নিয়মিত সদস্য রোহিত। যত দিন ও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, তত দিন দেশের হয়ে খেলে যাবে। এটুকু বলতে পারি লর্ডসে ও শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে না।" সচিবের এই মন্তব্যই ভাল ভাবে নেননি আগরকরেরা।

জিরানীয়ায় মহিলা লীগ ক্রিকেট শুরু, ওল্ড আগরতলা স্কুল জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। জিরানিয়া মহকুমায় এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো মহিলা লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচেই সহজ ও দাপুটে জয় তুলে নিয়ে শুভসূচনা করল টিএমসি পুরাতন আগরতলা ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল। তারা ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে টিএমসি রানিগঞ্জ গার্লস স্কুলকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রানিগঞ্জ গার্লস স্কুলের ব্যাটাররা প্রতিপক্ষের মারাত্মক বোলিংয়ের মুখে পড়ে ১৯.৪ ওভারে মাত্র ৩১ রানেই অলআউট হয়ে যায়। টিএমসি পুরাতন আগরতলা স্কুলের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে প্রতিপক্ষের কোনো ব্যাটারই বেশি সময় ক্রিজে টিকতে পারেননি।

৩২ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে টিএমসি পুরাতন আগরতলা ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল মাত্র ১১.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় (৩৫/২)। দলের পক্ষে নমিতা দেবনাথ ৫ রানে অপরাজিত থাকেন। কেবল ব্যাটিংয়েই নয়, ম্যাচের আসল নায়ক ছিলেন এই নমিতা দেবনাথই। বোলিং হাতে ৪ ওভার বল করে ২টি মেডেনসহ মাত্র ২ রান খরচ করে প্রতিপক্ষের ৪টি উইকেট তুলে নেন তিনি। বল হাতে এমন অবিশ্বাস্য ও ধ্বংসাত্মক নৈপুণ্য দেখানোর স্বীকৃতিস্বরূপ নমিতা দেবনাথের হাতেই ওঠে প্রথম ম্যাচের 'প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ'-এর খেতাব।

রাজ্য ক্রিকেটে শান্তিরবাজারকে হারিয়ে সেমিফাইনালে সদর 'এ'

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ৫০ ওভারের প্রতিযোগিতায় সহজ জয় দিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে সদর 'এ'। রবিবার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠিত প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে শান্তিরবাজারকে ৭ উইকেটে পরাস্ত করে সদর 'এ'। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সদর 'এ'-র বোলারদের বোলিং তোপের মুখে পড়ে শান্তিরবাজার। মাত্র ২৭ ওভারে ৬৬ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের পুরো ইনিংস। দলের পক্ষে সর্বাধিক ৩৬ রান করেন অর্পণ চক্রবর্তী। শান্তিরবাজারকে স্বস্তিতে থাকতে দেননি সদর 'এ'-র দেবরাজ মজুমদার, যিনি ৬ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ১১ রান দিয়ে প্রতিপক্ষের ৫টি উইকেট তুলে নেন। এছাড়া আবির মজুমদার ৫ রান দিয়ে ৩টি এবং দিগ্বিজয় মজুমদার ১টি উইকেট ঝুলিতে পুরেন।

৬৭ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সদর 'এ' মাত্র ১৩.৩ ওভারে ৩ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন শুভ্রজিত সাহা, যিনি অপরাজিত ২৭ রানের এক দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। অলরাউন্ড নৈপুণ্য ও বিধ্বংসী বোলিং প্রদর্শনী দিয়ে শান্তিরবাজারের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন দেবরাজ মজুমদার। এই দাপুটে জয়ে অনূর্ধ-১৫ রাজ্য টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে ওঠে নিজেদের অবস্থান শক্ত করল সদর 'এ'।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে কৈলাশহরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে সদর 'বি'

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ৫০ ওভারের প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নিল সদর 'বি'। আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হওয়া ম্যাচে কৈলাশহরকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে তারা। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সদর 'বি'-র বোলারদের তোপের মুখে পড়ে ৩৬.১ ওভারে ১৩৭ রানে অলআউট হয়ে যায় কৈলাশহর। দলের পক্ষে ২৯ বলে সর্বাধিক ৩৩ রানের লড়াই চালান তুষার মালাকার। সদর 'বি'-র হয়ে তানিস চক্রবর্তী ৩৯ রান খরচ করে ৪টি উইকেট শিকার করেন। এছাড়া চমৎকার বোলিং উপহার দিয়ে ১৬ রানে ২টি উইকেট দখল করেন ঋদ্ধিমান দাস।

১৩৮ রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে সদর 'বি' শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করে এবং মাত্র ১৯ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান তুলে সহজ জয় নিশ্চিত করে। দলের পক্ষে অধিনায়কসুলভ ইনিংস খেলেন শ্রেষ্ঠাংশু দেব, যিনি ৫৩ বলে ৯টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রানের দুর্দান্ত হাফ-সেঞ্চুরি উপহার দেন। তবে ম্যাচের সবচেয়ে বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন অঙ্কিত দাস; তিনি মাত্র ২৮ বলে ৬টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ৪৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে জয় ত্বরান্বিত করেন। কৈলাশহরের তুষার মালাকার ৪৭ রানে ২টি উইকেট পান। অলরাউন্ড পারফর্ম্যান্স ও ব্যাট হাতে চমৎকার ক্যামিও ইনিংসের জন্য ম্যাচ সেরার (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) খেতাব পান অঙ্কিত দাস।

দুই রাজ্যের সাংবাদিকদের প্রীতি ম্যাচে জয়ী ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সাংবাদিকদের অন্যতম সংগঠন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের প্রথমবারের মতো এবার ব্যাতিক্রমী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তাদের গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে যেমন ছিল কচিকাঁচা শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ঠিক তেমনি কর্মরত সাংবাদিকদের সুসম্পর্ককে বজায় রাখার পাশাপাশি সুস্থ রাখার বার্তা নিয়ে খেলাধুলা। তাই শনিবার স্বাধীনতা দিবসের দিন আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।

নৈশকালীন এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের একটি দল অংশ নেয় প্রতিপক্ষ শিলচর প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাবের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। ম্যাচের সূচনা পর্বে উভয় দলের ফুটবলারদের সাথে পরিচিতি হন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় পাল, সম্পাদক সুনীল দেবনাথ, অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযু চক্রবর্তী সহ এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। প্রীতি এই ফুটবল ম্যাচে শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের দলটি। তবে এদিনের প্রীতি ম্যাচকে ঘিরে উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কুমারঘাটে প্রীতি ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটের সায়দাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। দুই দলের দুর্ধর্ষ শক্তি প্রদর্শনে ড্র হয়ে শেষ হলো খেলা। খেলাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ দেখা গেছে স্থানীয় ক্রীড়া প্রেমীদের মধ্যে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্বাধীনতা দিবসের পরদিন সায়দাবাড়ি স্কুল মাঠে আয়োজন করা হয় এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচের। টিএসআর ১৫ নম্বর বাহিনী বনাম হালাম বস্তির পলকোয়া ফুটবল দলের লড়াই দেখতে এদিন মাঠে ভিড় জমান এলাকার মানুষ।ম্যাচের উদ্বোধন করেন টিএসআর ১৫ নম্বর বাহিনীর কমান্ডেন্ট নবদ্বীপ জমাতিয়া।

উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান কানু মালাকার,সমাজকর্মী স্বপন চক্রবর্তী, দেবব্রত দেব সহ অন্যান্য অতিথিরা।শুরুতে খেলা কিছুটা নিরুত্তাপ থাকলেও প্রথমার্ধের পর ধীরে ধীরে জমে ওঠে ম্যাচ।আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে দুই দলই টেক্কা দেয় একে অপরকে। শেষ পর্যন্ত তিন-তিন গোলে ড্র হয় খেলা।কমান্ডেন্ট নবদ্বীপ জমাতিয়া বলেন, টিএসআর সমাজেরই একটি অংশ। তাই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন। আগামী দিনেও এধরনের সামাজিক ও ক্রীড়ামূলক উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।এদিকে খেলা শেষে দুই দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন কমান্ডেন্ট নবদ্বীপ জমাতিয়া সহ অন্যান্য অতিথিরা। স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে এই আয়োজনে এলাকার মানুষের মধ্যেও দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।

বাংলাদেশ ক্রিকেটে ইতিহাস

অস্ট্রেলিয়াকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই টেস্ট হারালেন টাইগাররা

১৬ আগস্ট, ২০২৬। বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে দিনটার কথা। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে টেস্ট হারিয়ে দিল বাংলাদেশ। মাত্র একমাস আগে যে বাংলাদেশ দলটা জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ইনিংসে হেরেছে, কোনও এক জাদুবলে রাতারাতি সেই বাংলাদেশ বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে শক্তিধর দেশকে স্রেফ ধরাশায়ী করে দিয়ে ৯ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিল। ২৩ বছর পর অজিভূমে টেস্ট খেলতে নেমেছিল ওপার বাংলার টাইগাররা। সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এটা বাংলাদেশের ৩ নম্বর টেস্ট। আর তৃতীয় টেস্টেই প্রথমবারের মতো জয়ের স্বাদ পেলেন মেহেদি মিরাজরা। এমনিতে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে যে কোনও ফরম্যাটে হারালেই সেটাকে অঘটন হিসাবে ধরে ক্রিকেট বিশ্ব। কিন্তু তানজিদ-শান্তরা ডারউইনে যেভাবে লাগাতার চারদিন অস্ট্রেলিয়াকে শাসন করে গেলেন, তারপর সেই জয়কে আর যাই হোক অঘটন বলা যায় না। রবিবার ম্যাচের চতুর্থ দিন ক্যামেরন গ্রিন অনবদ্য সেঞ্চুরি করে অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই চেষ্টা বিশেষ কাজে এল না। তৃতীয় দিনের শেষে অজিদের রান ছিল ৪ উইকেট হারিয়ে ১৬১। তখনও ৬৭ রানে পিছিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। ৪৩ রান করে ক্রিজে ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অ্যালেক্স ক্যারি। রবিবার সকালে সেই গ্রিন ১০৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে অজিদের ২৮৪ রানের সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেন। ৫৬ রানের লিড পায় অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের হয়ে অনবদ্য বোলিং করে মিরাজ। তিনি একাই নেন পাঁচ উইকেট। প্রথম ইনিংসের নায়ক হাসান মাহমুদ পান ৩ উইকেট। মাত্র ৫৭ রানের লক্ষ্যমাত্র নিয়ে খেলতে নেমে শেষ ইনিংসে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি টাইগারদের। শুরুতে তানজিদ আউট হলেও শাদমান ইসলাম এবং মমিনুল হক অনায়াসে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। ইতিহাস গড়ে ৯ উইকেটে জেতে টাইগাররা।

আসলে শুরুতেই অস্ট্রেলিয়া এই বাংলাদেশ দলটাকে বড্ড হালকাভাবে নিয়েছিল। সেকারণেই অজ্ঞাতকুলশীল ডারউইনে খেলা দেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। যে মাঠের পিচ সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না অজি ব্যাটারদের। ওই পিচ আসলে উপমহাদেশের পিচের মতোই আচরণ করেছে। ম্যাচে টসে জিতে অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে ঝড় তোলেন হাসান মাহমুদ। ৫৫ রান দিয়ে তিনি পান ৬ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৯৮ রানে। জবাবে বাংলাদেশ তোলে ৪২৬। অনবদ্য সেঞ্চুরি করেন তানজিদ হাসান। ৮৪ রান করেন নাজমুল হোসেন শান্ত। মেহেদি হাসান মিরাজও ৬৫ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া যে কামব্যাক করার আশা করছিল সেটাও করতে দেননি টাইগাররা। সার্বিকভাবে এই জয়ে ইতিহাস গড়ে ফেলল বাংলাদেশ।

সাধারণ মানুষের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে সংবাদ মাধ্যমের উপর: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট: সংবাদ মাধ্যম হলো সাধারণ জনগণের কণ্ঠস্বর এবং সমাজের দর্পণ। সাংবাদিকগণ মানুষের মৌলিক অধিকার ও ন্যায় স্থাপনে সদা তৎপর। সাধারণ মানুষের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে সংবাদ মাধ্যমের উপর। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে নবস্থাপিত লিফটের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কর্তব্য পালন কোন ব্যক্তিগত অর্জন নয়। এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের বিষয়েও আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে পাক্ষিক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এরফলে দিন দিন প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা যেমন বাড়ছে তেমনি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বও প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন সংবাদ মাধ্যমও এই কর্মসূচিতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপকে সদর্থক মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করবে এবং রাজ্যের উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শান্তনু ভৌমিক ও সুদীপ দত্ত ভৌমিকের হত্যাকান্ডের বিষয় উত্থাপন করে বলেন, এই দুটি হত্যাকান্ডের প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানে বারবার তদ্বির করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে বলেন, সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকার দরুণ গত ৮০ বছরে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র দৃঢ় এবং মজবুত রয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার একটি মিডিয়াবান্ধব সরকার। তাই যখনই সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে কোন দাবি উত্থাপন করা হয়েছে তখনই তা পূরণে সরকার সচেষ্ট হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার বলেন, সমগ্র দেশের মধ্যে কোন রাজ্য সরকারই সাংবাদিকদের কল্যাণে এত ধরণের প্রকল্প হাতে নেয়নি কিংবা পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা করেননি। স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে বলেন, এই লিফট স্থাপনের জন্য প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত অতিথিদের স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ সাংবাদিক অসীম ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ হাজার টাকা দান করেন।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ আগস্ট:চাল, ডাল-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য এবং রান্নার গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল করল বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি। রবিবার বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা পার্টি অফিসের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় পার্টি অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিলে বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক গৌতম সেন বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সমাজের সব অংশের মানুষের উপর পড়ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

গৌতম সেন আরও বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ, দলমত নির্বিশেষে সকলেই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম টানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলির এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক গৌতম সেন, সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব মধুসূদন দত্ত-সহ অন্যান্য ছাত্র ও যুব নেতা, কর্মী এবং সমর্থকরা।

বন্দে মাতরম’-এর প্রতি চরম অসম্মান কংগ্রেসকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৫ আগস্ট (আইএএনএস): ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের সদর দফতরে জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের সময় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও দলের প্রবীণ নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেখা যাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপি এই ঘটনাকে ‘বন্দে মাতরম’-এর প্রতি কংগ্রেসের ‘চরম অসম্মান’ বলে অভিযোগ তুলে দলের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে।

ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি ভিডিওতে খাড়গে ও সোনিয়া গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে এবং ইশারা করতে দেখা যায়। পরে তাঁরা দলের এক সদস্যকে ডেকে কিছু নির্দেশ দেন বলেও ভিডিওতে দেখা যায়। বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী সাংবাদিকদের বলেন, এবারের স্বাধীনতা দিবসে প্রথমবারের মতো ‘বন্দে মাতরম’ সম্পূর্ণ, কোনও অংশ বাদ না দিয়ে এবং বাধাহীনভাবে পরিবেশিত হয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্টের মধ্যরাতে স্বাধীন ভারতের প্রথম গণপরিষদের অধিবেশনও ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। সেই সময় সংবিধান জাতীয় সঙ্গীত গ্রহণ করেনি। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন ত্রিবেদী। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব যখন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছিল, তখন মনোযোগ না দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন এবং দলের এক সদস্যকে ডাকছিলেন।

ত্রিবেদী বলেন, এই ঘটনা ‘বন্দে মাতরম’-এর প্রতি কংগ্রেসের চরম অসম্মান প্রকাশ করে। কংগ্রেস এখনও ‘বন্দে মাতরম’-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ গ্রহণ করেনি বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনার জন্য কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে ক্ষমা ও স্পষ্টীকরণ দাবি করেন বিজেপি সাংসদ। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস ক্ষমা না চাইলে তা তাদের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও দেশের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিও কংগ্রেসের শ্রদ্ধা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিজেপি মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারিও কংগ্রেসকে নিশানা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের সময় সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী তা থামানোর চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেসকে ‘ডিমাগি নকশাল কংগ্রেস’ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

তবে কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বিজেপির অভিযোগ খারিজ করে স্পষ্ট করেন, জাতীয় সঙ্গীতের পরিবেশনা থামানোর কোনও চেষ্টা হয়নি। তাঁর দাবি, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের জন্য চেয়ার আনার কথা বলছিলেন সোনিয়া গান্ধী। তিনি বলেন, “এটি থামানোর কোনও চেষ্টা ছিল না। কংগ্রেস সভাপতি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই সোনিয়া গান্ধী বলছিলেন, তাঁর জন্য একটি চেয়ার এনে সেখানে রাখতে।”

‘বন্দে মাতরম’ ইস্যুতে কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১৬ আগস্ট:‘বন্দে মাতরম’ গানকে ঘিরে কংগ্রেসের মনোভাব নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ‘বন্দে মাতরম’-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বন্দে মাতরম’ সম্পর্কে কংগ্রেসের অনেকেরই যেন সঠিক ধারণা নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে গুরুত্ব ও সম্মান দিয়েছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই মন্ত্র ও গান দেশের মানুষের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের চেতনা জাগিয়েছিল, তার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

ডাঃ মানিক সাহার বক্তব্য, ‘বন্দে মাতরম’কে ঘিরে দেশের বহু মানুষ আত্মত্যাগ করেছেন। এই গান মানুষের মধ্যে একটা আলাদা শক্তি ও উদ্দীপনা তৈরি করত। দেশের জন্য যা প্রয়োজন, তা করার মানসিকতা থাকা দরকার। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই মানসিকতারই অভাব রয়েছে।

সংসদে বিরোধীদের ভূমিকা নিয়েও কংগ্রেসকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সংসদে যাওয়ার অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু সংসদে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে বাইরে এসে হইচই করা কখনওই কাম্য নয়। তাঁর মতে, এ ধরনের আচরণে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রকৃত মানসিকতাও প্রকাশ্যে আসে।

এদিন রাজ্যের যুবসমাজ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন নিয়েও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল মানবসম্পদ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীদের জন্য অনলাইনে বিনামূল্যে পরীক্ষার সুযোগ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুবসমাজকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে প্রযুক্তিনির্ভর ও বিনামূল্যের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে তারা উপকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের মানবসম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে আরও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

হারানো-চুরি যাওয়া ১৩ মোবাইল উদ্ধার ফিরে পেল মালিকরা

মেলাঘর, ১৬ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের বিশেষ মুহূর্তে এক অনন্য মানবিক উদ্যোগ নিল মেলাঘর থানা। হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোট ১৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেলাঘর থানার এই বিশেষ উদ্যোগে খুশি মোবাইলের মালিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একটি আধুনিক সরকারি মোবাইল ট্র্যাকিং পোর্টালের মাধ্যমে অভিযান চালিয়ে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল ফোনগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উদ্ধার হওয়া ১৩টি মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দীর্ঘদিন পর নিজেদের প্রিয় মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন মালিকরা। মেলাঘর থানার পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতার প্রশংসা করে তারা পুলিশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এ বিষয়ে মেলাঘর থানার ওসি জয়ন্ত দাস সাধারণ মানুষের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দেন। তিনি বলেন, মোবাইল ফোন কেনার সময় অবশ্যই ক্যাশ মেমো, বৈধ বিল এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। বিশেষ করে অনুমোদিত দোকান থেকেই মোবাইল কেনার পরামর্শ দেন তিনি।

ওসি জয়ন্ত দাস বলেন, অনেক সময় পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া ব্যবহৃত মোবাইল ফোন কেনা হয়। পরবর্তীতে সেই ফোন হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে সেটির মালিকানা ও উৎস যাচাই করে ট্র্যাক করতে পুলিশের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই নতুন কিংবা সেকেন্ড-হ্যান্ডযে ধরনের মোবাইলই কেনা হোক না কেন, বৈধ বিল ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র রাখা অত্যন্ত জরুরি।

স্বাধীনতা দিবসের দিন মেলাঘর থানার এই উদ্যোগ শুধু হারিয়ে যাওয়া মোবাইল প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পুলিশের এই তৎপরতা ও মানবিক উদ্যোগে মেলাঘর থানার পুলিশ প্রশাসন ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে।

খোয়াই শহরের প্রাণকেন্দ্রে ফের দোকানে চুরি, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: খোয়াই শহরের প্রাণকেন্দ্রে ফের একটি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শহরের কো-অপারেটিভ ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানের তালা ভেঙে নগদ টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, দোকানের মালিক লিটন ঘোষ প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। পরদিন সকালে দোকান খুলতে এসে তিনি দেখতে পান, দোকানের ক্যাশবাক্সের তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। ক্যাশবাক্স থেকে প্রায় ২২০০ টাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি দোকান থেকে আরও কিছু সামগ্রীও চুরি হয়েছে বলে জানান দোকান মালিক।

ঘটনাটি শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে।

স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাস্থলটি খোয়াই শহরের প্রাণকেন্দ্রে এবং একটি পুলিশ আউটপোস্ট থেকেও খুব বেশি দূরে নয়। এমন এলাকায় দোকানের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটায় পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, খোয়াই শহরে কিছুদিন পরপরই চুরির ঘটনা ঘটছে। কিন্তু একের পর এক চুরির ঘটনার পরও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে না পারায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। শহরের প্রাণকেন্দ্রেই যদি চোরেরা এভাবে দুঃসাহস দেখিয়ে চুরি করতে পারে, তাহলে গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিততা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আগামী দিনে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং চুরি রুখতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে খোয়াই শহরের সাধারণ মানুষ।

১০.২১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার গ্রেপ্তার যুবক

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: আগরতলা রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে ১০.২১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে জিআরপিএস। এই ঘটনায় ইমান হোসেন (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গেছে, আগরতলা রেলস্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অভিযান চালানোর সময় সন্দেহভাজন ওই যুবককে আটক করে জিআরপিএসের পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর পিঠে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। উদ্ধার হওয়া গাঁজার মোট ওজন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদার জুলুমে অতিষ্ঠ যান চালকরা অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ

চড়িলাম, ১৬ আগস্ট: বিশালগড়ে অনৈতিকভাবে চাঁদা আদায়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এক গাড়িচালকের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বিশালগড়ের পরিবহন মহল। সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা গাড়িচালক সুরজ রায় ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা ক্ষুদ্র পণ্যবাহী যানচালক সংঘের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে গাড়ি থামিয়ে টাকা দাবি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করেছে সংগঠনটি।

এদিকে সুরজ রায়ের অভিযোগ, শুক্রবার সকালে রাবারের চারা আনতে বজ্রপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন তিনি। বিশালগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে তাঁর গাড়ি থামান ত্রিপুরা ক্ষুদ্র পণ্যবাহী যানচালক সংঘের কয়েকজন নেতা। এরপর তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ‘ছাড়পত্র’ দেখাতে বলা হয় বলে অভিযোগ।

সুরজের দাবি, অটো, বাস-সহ বিভিন্ন যানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সেন্টিগ্রেট বা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার বিষয় থাকলেও পণ্যবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে এমন কোনও ছাড়পত্রের বিষয় তিনি জানেন না। বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি নিয়ে গেলে পার্কিংয়ের জন্য টাকা দিতে হয়, কিন্তু ছাড়পত্রের নামে টাকা দাবি করার ঘটনা আগে তাঁর জানা ছিল না বলেও দাবি করেন তিনি।

অভিযোগ, ওই সময় সংগঠনের কয়েকজন নেতা তাঁর কাছে ১০০ টাকা দাবি করেন। প্রথমে টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে গাড়ি সেন্টিগ্রেটে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে দাবি সুরজের। এমনকি গাড়ি সেখানে ঢুকিয়ে দিলে পরে আর বের করতে পারবেন না বলেও তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

সুরজ রায় আরও জানান, তিনি পুলিশে যাওয়ার কথা বললে তাঁকে বলা হয়, পুলিশ কিছু করতে পারবে না এবং পুরো বিষয়টি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে পড়ে ১০০ টাকা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে আসেন বলে দাবি করেন তিনি।

এই অভিযোগ সামনে আসার পরই বিষয়টি নিয়ে পরিবহন মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এর মধ্যেই রবিবার পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করে সুরজ রায়ের অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র পণ্যবাহী যানচালক সংঘের উশা বাজার শাখা।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের প্রদেশ সভাপতি গৌতম দেবনাথ বলেন, সংগঠনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তবতার কোনও সম্পর্ক নেই। সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের অভিযোগ তোলা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীদের চক্রান্তের অংশ হিসেবেই সংগঠনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে।

একইভাবে সংগঠনের বিশালগড় শাখার সম্পাদক চিন্ময় সাহা বলেন, সিমনার ওই গাড়িচালকের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। সংগঠনের বিরুদ্ধে অযথা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। প্রকৃত ঘটনা সামনে আনতে প্রশাসনের নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানিয়েছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রদেশ সভাপতি গৌতম দেবনাথ, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক মিঠুন দেব, বিশালগড় শাখার সম্পাদক চিন্ময় সাহা, দুর্গাচৌমুহনী শাখার সম্পাদক সুবল সূত্রধর-সহ অন্যান্য সদস্যরা।

গোটা ঘটনায় বর্তমানে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। সুরজ রায়ের অভিযোগের সত্যতা এবং সংগঠনের পাল্টা দাবির বাস্তবতাদুই বিষয়ই এখন তদন্তসাপেক্ষ। নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা কী, তা স্পষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় সংশ্লিষ্ট মহল।

অবশেষে চেবরী বাজার থেকে অসুস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার করল প্রশাসন

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: খোয়াইয়ের চেবরী বাজার এলাকায় গত দুই দিন ধরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা এক অসুস্থ ও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে অবশেষে উদ্ধার করল প্রশাসন। রবিবার দুপুরে অ্যাম্বুলেন্স, দমকল দফতরের কর্মী এবং খোয়াই থানার পুলিশ যৌথভাবে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির নাম শশী দেবনাথ। তাঁর বাড়ি বাসন্তী টিলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। গত দুই দিন ধরে চেবরী বাজারের রাস্তার মাঝে অসুস্থ অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। বিষয়টি নজরে আসার পরও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলাসছড়ায় বোলেরো পিকআপের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ২

কমলপুর, ১৬ আগস্ট: কমলপুরের বিলাসছড়া এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক বাইক চালক। দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রীও আহত হয়েছেন। রবিবার দুপুরে একটি বোলেরো পিকআপের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আহত বাইক চালকের নাম নৃপেন দেববর্মা (৪৫)। তাঁর স্ত্রী সচিরানী দেববর্মার (৪১) আঘাত তুলনামূলকভাবে কম। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে নৃপেন দেববর্মা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাইকে করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা এএস ২৫ ত্ত এফসিত্ত৫৮০৭ নম্বরের একটি বোলেরো পিকআপ মালবাহী গাড়ির সঙ্গে তাঁদের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাইকটি ছিটকে পড়ে এবং রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন নৃপেন ও তাঁর স্ত্রী। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দুজনকে উদ্ধার করে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা নৃপেন দেববর্মার শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে জানান। উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ায় তাঁকে কুলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অন্যদিকে, সচিরানী দেববর্মাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাঁর অবস্থা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিলাসছড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি এই ঘটনার পর কমলপুরের বিভিন্ন সড়কে যানবাহনের বেপরোয়া চলাচল এবং পথ নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে।

প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সন্তানদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে: মানিক সরকার

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সহায়তার লক্ষ্যে উমপদ বর্মন ও অঞ্জলি বর্মন ট্রাস্টের উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। রবিবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৯৩ জন দুঃস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে নগদ ৭ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা এবং বই তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. বুধারায় দেববর্মা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার বলেন, সন্তানদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মায়েদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

তাঁর মতে, এই শিক্ষার ঘাটতি থাকলে একজন পড়াশোনা করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা অধ্যাপক হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠা কঠিন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে কিছু অভিভাবকের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অনেক মা-বাবা সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর পর তাঁদের পড়াশোনা ও বিকাশের বিষয়ে যথেষ্ট খোঁজখবর রাখেন না। সন্তানদের শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার শিক্ষাও দিতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

মানিক সরকার বলেন, সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পরিবার ও সমাজ উভয়েরই। শিশুদের মধ্যে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল্যবোধ তৈরি করা না গেলে ভবিষ্যতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

এদিন বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাধীনতার আট দশক পরেও দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের মতো সমস্যা পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃত স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আগামী দিনেও মানুষের স্বার্থে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এদিকে, উমপদ বর্মন ও অঞ্জলি বর্মন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দুঃস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। শিক্ষার্থীদের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে তাঁদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ‘স্বর্ণগ্রাম’-এ ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আগরতলা, ১৬ আগষ্ট ।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ১৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ত্রিপুরার গোমতী জেলার ওয়ারেংবাড়িতে অবস্থিত ‘স্বর্ণগ্রাম’-এ দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে। ‘স্বর্ণগ্রাম’ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর একটি উদ্যোগ, যার লক্ষ্য ওয়ারেংবাড়িকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা।

এই উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ‘স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়’। শ্যাম সুন্দর কো জুয়েলার্স, ওয়ারেংবাড়ির গ্লোরি অ্যাকাডেমি-র সহযোগিতায় এই আবাসিক বিদ্যালয় প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হল আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও পরিকাঠামো আরও উন্নত করা, পুষ্টিকর খাবার ও পড়াশোনার উপকরণের ব্যবস্থা করা, বিশেষ প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিয়োগ করা এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা। ‘স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়’-এর বার্ষিক কর্মসূচির মধ্যে বিভিন্ন উৎসব এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের মনে সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা। স্বাধীনতার ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ‘স্বর্ণগ্রাম’-এ স্বাধীনতা দিবস যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হয়। স্বাধীনতা ও মুক্তির পাশাপাশি এর সঙ্গে যুক্ত দায়িত্ববোধের কথাও এই উদযাপনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। এরপর ‘স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়’-এর ছাত্রছাত্রীরা যোগব্যায়াম ও বিভিন্ন আত্মোন্নয়নমূলক অনুশীলন প্রদর্শন করে। পাশাপাশি রিয়াং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে গান ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

বন্দে মাতরম জাতীয় গীতের ১৫০ বছর পূর্তিতে স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এই সঙ্গীত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas